দু'টি হৃদয়

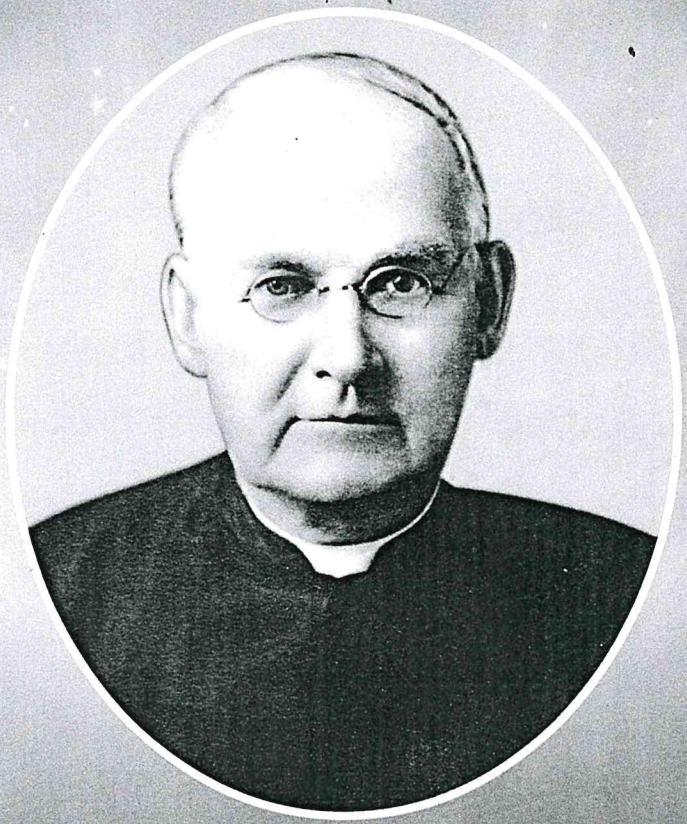

ব্রাদার ও'নীল কলোম্বো, সি.এস.সি.

These Two Hearts
দু'টি হৃদয়

A Story of Brother Columba O'Neill, C.S.C.
ব্রাদার কলোম্বো ও'নীল,সি.এস.সি. এর জীবনের গল্প

By
Brother Ernest Ryan, C.S.C.

লেখক:
ব্রাদার আর্নেস্ট র‍্যায়ান, সি.এস.সি.

Dujarie Press
Notre Dame

ডুজারিয়ে প্রেস
নটর ডেম

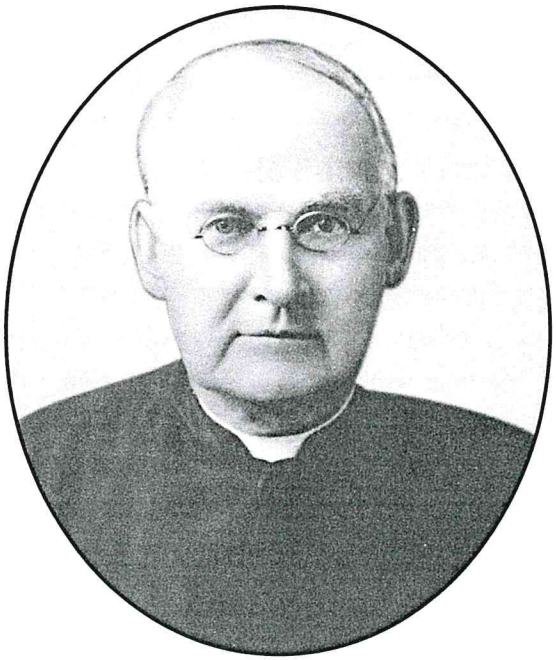

Brother Columba O'Neill, C.S.C.
১৮৪৮ - ১৯২৩
ব্রাদার কলোম্বো ও'নীল, সি.এস.সি.
১৮৪৮-১৯২৩

Imprimi potest
Brother Ephrem O'Dwyer, C.S.C.
Provincial
ধর্মসংঘের অনুমোদন
ব্রাদার এফ্রেয়েম ও'দোয়ের সি.এস.সি.
সংঘ প্রদেশপাল

Nihil obstat
John M. Ryan, C.S.C.
Censor Deputatus

স্বীকৃতিদান:
জন এম. র‍্যায়ান, সি.এস.সি.
সহকারি নিরীক্ষক

Imprimatur
+John F. Noll, D.D.
Bishop of Fort Wayne

মন্ডলীর অনুমোদন:
+ জন এফ. নোল, ডি.ডি.
ফোর্ট ওয়েন-এর বিশপ

Second Printing, 1957
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫৭

অনুবাদকদের পক্ষে দুটি কথা

ব্রাদার ও'নীল কলোম্বো সি.এস.সি. এর নামে আমেরিকার নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যে হল আছে তা দেখে শ্রদ্ধেয় ব্রাদার রোনাল্ড খ্রীষ্টেনশনকে প্রশ্ন করে ব্রাদার কলোম্বোর বিষয়ে সামান্য কিছু জানতে পেরেছিলাম ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বিষয়ে মনের গহিনে জন্ম নেয় সীমাহীন গভীর কৌতূহল; কারণ ব্রাদার রোনাল্ডের কাছে জানতে পারি যে, ব্রাদার কলোম্বো ছিলেন সাধু ব্রাদার আন্দ্রের মতো জুতা প্রস্তুতকারক ও মেরামতকারী এবং প্রার্থনাশীল বিশেষ গুণ সম্পন্ন মানুষ। তাঁর প্রার্থনায় বহু লোক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অসুস্থতা থেকে নিরাময় লাভ করেছে; সেই সাথে পথহারা অনেকে নতুন করে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছে।

২০২২ খ্রিষ্টবর্ষের ফেব্রুয়ারির শুরুতে ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও, সি.এস.সি. আমাকে বলেছিলেন যে, 'পবিত্র ক্রুশ সংঘ' ব্রাদার ও'নীল কলোম্বো, সি.এস.সি. এর সাধু শ্রেণিভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে চাচ্ছেন। সেজন্য ব্রাদারের জীবনীভিত্তিক "দু'টি হৃদয়" বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা অতীব প্রয়োজন। সংঘের ইচ্ছা- ফরাসি, ইংরেজি এবং স্প্যানিস ভাষার সাথে বইটির বাংলা অনুবাদও ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে; যেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ ব্রাদারের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে। ব্রাদার সুবল আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কাকে দিয়ে অনুবাদের কাজটি করানো যায়। ব্রাদার কলোম্বোর বিষয়টি শুনে অনেক ভালো লাগা অনুভব করি। সেই সাথে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্রাদার সুবলের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে অনেক আগে আমার মনের গহিনে জন্ম নেওয়া সুপ্ত বাসা জাগ্রত হয়। আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয় ব্রাদার কলোম্বো সি.এস.সি. এর জন্য কিছু করার জন্য। তাই আমি সাগ্রহে ব্রাদারকে বললাম, 'আমি চেষ্টা করবো'। এরপর ব্রাদার বইটির ইংরেজি ভার্শন আমার কাছে পাঠালেন। হাতে পাওয়ার দিনেই আমি মোটামুটি বইটির দুই-তৃতীয়াংশ পড়ে ফেলি, পরের দিন বাকি অংশ পড়ি। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে বলি, 'বইটি অনুবাদ করতে পারলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব।' দু'একদিনের মধ্যে আমি সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক মি. রিপন জেমস্ কস্তা ও মি.সুমন লেনার্ড রোজারিও এর সাথে আলাপ করে তাদের বুঝাতে পেরেছিলাম যে, ব্রাদার কলোম্বো-এর বইটি অনুবাদ করতে পারলে আমরাও ব্রাদারের সাধু শ্রেণিভুক্ত করণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারবো। অনুবাদের জন্য তাদেরকে কিছু অংশ দিয়েছিলাম তারা আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। তাই আমি মনে করি আমরা তিনজনে একত্রিত হয়ে বইটি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। রিপন স্যার ও সুমন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

অনুবাদের কাজটি প্রাথমিকভাবে শেষ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য শ্রদ্ধেয় সিস্টার শিখা গমেজ, সি.এস.সি. মহোদয়কে দিয়েছিলাম এবং তিনিও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ধৈর্যসহকারে সংশোধনীর কাজ করেছেন। সিস্টার শিখার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি ঈশ্বর ও পবিত্র ক্রুশ সংঘকে অনেক ধন্যবাদ জানাই কেননা পবিত্র ক্রুশ সংঘ আমার ওপর

গ্না রেখে এ মহৎ কাজটি করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি জীবিত থাকা অবস্থায় ব্রাদার লাম্বোর প্রক্রিয়া শুরু হলে এবং তিনি যদি ধন্য শ্রেণিভুক্ত বা সাধু শ্রেণিভুক্ত হন তবে মনে হয় মি ঈশ্বরের প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ হবো এবং নিজেকেও ধন্য বলে মনে করবো।

টি পড়ে ও অনুবাদ করে আমি খ্রীষ্টিয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনে আরো শক্তিশালী হয়েছি বলে ন-প্রাণে বিশ্বাস করি। আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, বইটি পথের দিশারি হয়ে মানুষকে লোকিত করতে সক্ষম।

ার কলোম্বো ছিলেন একটি পবিত্র কাথলিক পরিবারের ছেলে, অর্থনৈতিকভাবে পরিবারটি । দরিদ্র; কিন্তু তাঁর মাবাবা ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাঁর পা দুটি ছিল বাঁকা। দারিদ্র্যের কারণে ার সাধারণ শিক্ষার সুযোগ পাননি। তিনি খুব কম বয়সে কয়লার খনিতে কর্মজীবন শুরু রন। পরে জুতা প্রস্তুত করার কাজ শেখেন। এক সময় পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিষয়ে জানার পর ন পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার হয়ে যীশুকে বিশেষভাবে অনুসরণ করার ইচ্ছা াশ করেন। ব্রাদার হতে পেরে তিনি অত্যন্ত পুলকিত হয়ে ছিলেন।

ার ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল মানুষ। মহান যীশু, মা মারীয়া ও সাধু যোসেফের পবিত্র য়ের প্রতি ছিল তার অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতিও তাঁর গভীর ক্ত ও অনুরাগ ছিল। যীশু হৃদয় ও মা মারীয়ার নামে ছবি দিয়ে তিনি তাঁর কাজের ফাঁকে ফাঁকে ার হাজার ব্যাজ প্রস্তুত করে বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং অন্য ষকে দিয়েছেন; যার মাধ্যমে শত শত লোক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে নিরাময় য়েছে। তিনি খুব সাধারণ কাজ অসাধারণভাবে ও ভক্তি নিয়ে করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা, াস ও ভক্তির কারণে একদিন তাঁর জুতার দোকানই হয়েছে যীশু, মারীয়া ও যোসেফের প্রতি ক্ত দেখানোর শ্রাইন (বিশেষ প্রার্থনা গৃহ)। তাঁর জুতার দোকানই হয়ে ওঠেছে পবিত্র াক্রামেন্তর আরাধনার পুণ্যস্থান। সেই সাথে তা হয়ে উঠেছে অসুস্থদের নিরাময় কেন্দ্র।

ার ও'নীল ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধশালী সন্ন্যাসব্রতী। গভীর র্থনাশীলতার সাথে সাথে তিনি ছিলেন সুখী সন্ন্যাসব্রতী। কষ্ট হলেও তিনি সাধারণ, অসহায় জ-সরল ও অসুস্থ মানুষের জন্য সময় দিয়েছেন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। ব্রাদার ষের খুব কাছের প্রিয় মানুষ ছিলেন; সেজন্যই তাঁর মৃত্যুতে হাজার হাজার মানুষ তাকে বার দেখার জন্য আসেন ও তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

মি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ব্রাদার কলোম্বো ও'নীল এর জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু খার আছে। তাই তাঁর জীবনী সবাইকে পড়ার জন্য উৎসাহিত ও অনুরোধ করছি। তাঁর জন্য র্থনা করার অনুরোধ রাখছি যেন তাঁর সাধু শ্রেণিভুক্তিকরণের প্রক্রিয়া শীঘ্র শুরু হয় এবং তিনি শীঘ্রই তাঁর পবিত্র জীবনযাপন ও কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সাধু শ্রেণিভুক্ত হতে পারেন।

ার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ, সি.এস.সি.

Message

Does the Congregation of Holy Cross have another saint? I think so! And like our first saint, Brother André Bessette, it is a simple man of minimal education, but great faith, who healed many people through the intercession of another. For Brother Columba O'Neill, CSC, it was the Sacred Heart of Jesus who healed what seems to be hundreds, if not thousands, of those who came to him for help.

In 1947, Brother Ernest Ryan, CSC wrote the first biography of Brother Columba, These Two Hearts. It is the story of a shoemaker and sometimes nurse who was known by thousands as a healer. At Columba's death, Father Charles O'Donnell, CSC, described how a constant stream of faithful "approached his bier and touched their rosaries and medals to his hands, or stood in rapt devotion, looking at his plain and peaceful face."

At that time, many thought his sainthood would be eminent, but that is an arduous task that requires many hours of work that just never got done. Now, as we examine over 8,000 letters to and from Brother Columba, we know that the work will be worth the effort.

It is my prayer that those who read about this heroic man of faith and virtue will be inspired to renew Brother Columba's devotion and be blessed with the favors, and even cures, that came through the mercy of the Sacred Heart of Jesus. In that way, we may just see another Holy Cross saint.

Brother Kenneth Haders, CSC
Provincial Superior
Congregation of Holy Cross, Midwest Province
United States of America

বাণী

পবিত্র ক্রুশ সংঘের আরো কি কোন সাধু আছেন? যিনি একইভাবে আমাদের সংঘের অতি প্রিয় প্রথম সাধু, ব্রাদার আন্দ্রে ব্যাসেটে'র মতই সহজ সরল, অল্প শিক্ষিত কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন; যিনি তাঁর প্রার্থনা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে অনেক রোগীকে সুস্থ করে তোলেছেন? হ্যাঁ, আমি মনে করি আছেন! তিনি হলেন ব্রাদার কলোম্বো ও'নীল; যীশুর পবিত্র হৃদয়ের নিকট যাঁর ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে হাজার হাজার না হলেও শত শত অসুস্থ মানুষ নিরাময় লাভ করেছেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাদার আর্নেস্ট র‍্যায়ান, সি.এস.সি., ব্রাদার কলোম্বোর জীবনীর উপর, "দু'টি হৃদয়" নামে প্রথম জীবন ইতিহাস রচনা করেন। এটাতে উল্লেখ করেন, তিনি একজন জুতো প্রস্তুতকারক, কোন কোন সময় রোগীর সেবক; যিনি হাজারো মানুষের নিকট নিরাময়কারী ইসাবে বেশি পরিচিত ছিলেন। ব্রাদারের মৃত্যুর পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিষ্টযাগের উপদেশে ফাদার চার্লস্ ডোনেল, সি.এস.সি. খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে ব্রাদারের মৃত্যুতে অবিরাম ধারায় লোকেরা তাঁকে শেষ দেখা ও শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হয়েছিল, কীভাবে তাদের ব্যবহৃত রোজারিমালা ও মেডেলগুলো তাঁর হাতে স্পর্শ করেছিল, কীভাবে তাঁর শান্ত মৃতদেহের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তাঁর প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিল।

ঠিক সেই সময় অনেকেই ভেবেছিল ব্রাদার কলোম্বো ও'নীলের সাধুশ্রেণীভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে; কিন্তু কাজটি কঠিন এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার ও প্রক্রিয়াটি জটিল হওয়ায় আজ পর্যন্ত এই কাজটি শুরু হয়নি। ব্রাদারের নিজের লেখা এবং ব্রাদারের কাছে লেখা ৮,০০০ (আট হাজার) এরও বেশী চিঠি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর মনে করি এখন এই পবিত্র কাজটি আরম্ভ করলে কাজটি সত্যিই অর্থপূর্ণ হবে এবং অনেক খ্রিষ্টভক্তের বিশ্বাসী জীবনে ব্রাদার কলোম্বো কাজ করতে পারবে।

আমার প্রার্থনা এই যে, যারা এই গভীর বিশ্বাসী মহান ব্রাদারের জীবনী পড়বে, তারা যীশু হৃদয়ের কৃপায় ব্রাদারের প্রার্থনার ফলে অনেক আশীর্বাদ পাবে ও বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময় লাভ করবে । সেসাথে তারা যীশুর পবিত্র হৃদয়কে ভক্তি করতে অনুপ্রাণিত হবে। মণ্ডলীতে এভাবেই আমরা পবিত্র ক্রুশ সংঘের আর একজন সাধুকে দেখতে পাব।

ব্রাদার ক্যানেট হ্যাডার, সি.এস.সি.
সংঘ প্রদেশপাল
পবিত্র ক্রুশ সংঘ, মিড-ওয়েস্ট সংঘ প্রদেশ
আমেরিকা ।

দু'টি হৃদয়

প্রথম অধ্যায়

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। রাস্তার উভয় পাশে খনির শ্রমিকদের জন্য গাদাগাদি করে গড়ে ওঠা কুটিরগুলোকে দেখে মনে হয়, যেন তারা তীব্র শীতে একটু উষ্ণতা লাভের আশায় রয়েছে। কয়লার ধুলো দ্বারা আচ্ছাদিত জানালাগুলো দিয়ে স্বল্প পরিসরে আলো দেখা যাচ্ছিল। স্তূপাকৃত নীল কালো বরফের মাঝে এইগুলোর প্রভাব অতি সামান্য।

১৮৪৮ সালে ম্যাকিসবার্গ ও পেনিসিলভেনিয়াতে একটু আগেই শীত এসে পড়েছে। নভেম্বর ৪ তারিখের মধ্যেই সপ্তাহ জুড়ে রাস্তাঘাট বরফাচ্ছিদিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খনি অধ্যুষিত বাসিন্দাদের নিকট এই তুষার আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। কয়লার কালো ধুলা তুষারের সাথে মিশে গিয়ে সবকিছুকে গ্রাস করে।

নতুন কেউ এই এলাকায় দিনের বেলায় আসলেও এই ছোট ছোট কুটিরগুলোকে আলাদা করা কঠিনতম কাজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ গ্রামের গ্রাম্য ডাক্তারের নিকট এটি মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়, এমনকি যদি তা সন্ধ্যার সময়ও হয়।

ঠিক এমনি সময় যদিও শীত পড়ে গেছে, তারা তাদের কাজ থামিয়ে রাখেননি। এই মুহূর্তে, প্রারম্ভিক ঠাণ্ডা সত্ত্বেও, লোকজন তাদের গায়ে পরা পোশাকের কলারগুলো বাতাসে উড়িয়ে দ্রুত বেগে হেঁটে যাচ্ছিল।

একটি বিষয় খুবই অদ্ভুত মনে হলো। একজন বয়স্ক লম্বাকৃতির লোক শীতে জড়সর হয়ে কাঁধে একটি ব্যাগ এবং দু'জন শিশুকে নিয়ে পথ হেঁটে যাচ্ছিলেন। তারা নীরবেই হাঁটছিলেন।

হঠাৎ করে একটি শব্দে নীরবতা ভেঙ্গে গেল। "হ্যালো, ডক্টর! এই সন্ধ্যায় আপনি আমাকে এই গ্রামের কারো অসুস্থতার খবর দিবেন না কিন্তু।"

সেই লম্বাকৃতির লোকটি, যিনি দু'টি শিশু সন্তান নিয়ে হাঁটছিলেন, তিনি চিন্তা ভারাক্রান্ত মাথাটি ঝাঁকালেন।

যে লোকটি তাকে সম্বোধন করলেন তাকে চিনতে পেরে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হ্যালো, জর্জ।" তিনি বললেন কোন সমস্যা নয়, সবই ভালো, মারাত্মক কোন কিছু নয়। তিনি বললেন, ও' নীল পরিবারে আরও একটি শিশুর আগমন হতে চলছে।

এই সংবাদ দিয়ে ডাক্তার তার শীতের বস্ত্র থেকে মাথা বের করে হেঁটে চললেন। অপর ব্যক্তির নিকট থেকে কোন প্রত্যুত্তর আসেনি। খনির এই নিরানন্দ কুটির সমাজে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে নিয়তির বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়।

ও' নীলের একজন শিশু সন্তান খুবই শান্তভাবে বলল, "এটিই আমাদের বাড়ি, ডাক্তার।" মাটি থেকে মাথা না উঠিয়ে ডাক্তার তার উদ্দেশ্যে বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

ছোট কুটির থেকে কয়লা তেলের বাতির হালকা আলো জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। ডাক্তারকে স্বাগতম জানানোর জন্য বাতিটি সেখানে প্রজ্বলিত রাখা হয়েছিল। এই আলো অন্ধকার ধুলিযুক্ত জানালা; কয়লার খনির মানুষদের জীবনধারার বাহ্যিক কষ্টের দিক এবং বিপরীতে তাদের অন্তরের পবিত্রতার বিষয়টি তুলে ধরছে।

মাইকেল ও' নীল স্বাগত স্বরে বললেন, "ডাক্তার মশায়, ভিতরে চলে আসুন। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি আসতে পেরেছেন।"

ডাক্তার তার ব্যাগ, মাফলার এবং কোটটি খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন এবং মৃদুস্বরে বললেন, "বৎস, দুঃশ্চিন্তা করো না।"

"না, ডাক্তার, ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের সহায় আছেন।"

ঘন্টাখানেক পর ও' নীলের চার শিশু সন্তান খুবই উৎসুক চিত্তে তাদের সদ্য প্রসূত ভাইকে দেখছিল। কুটিরের ফটকে দাঁড়িয়ে ডাক্তার তখন মাইকেল ও' নীলের সাথে খুবই আন্তরিকতার সাথে কথা বলছিলেন।

"আমি এ্যালেনকে এ বিষয়ে কিছু বলিনি, কিন্তু নবজাতকের পা দুটি বাঁকানো। আপনি পরে তাকে (এ্যালেনকে) জানাবেন। তবে হ্যাঁ তা অবশ্যই যদি আপনি চান। অবশ্য দ্রুতই সে বিষয়টি জেনে যাবে, এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করার নেই।"

ডাক্তার এই খবরটি প্রকাশ জন্য তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই করেছেন। যদিও তিনি ভালোকিছুকে মন্দতায় পর্যবসিত করতে রাজি নন, তবুও তিনি উপলব্ধি করছেন, এই কাজটি তিনি করছেন তার দায়িত্ববোধ থেকেই।

"আমি সকালে আবার আসবো, মাইক। এ্যালেন এখন ভালো আছে।" এই কথা বলে ডাক্তার নভেম্বরের ঘন কালো অন্ধকার রাতে বের হয়ে পড়লেন। রাস্তায় কোন বৈদ্যুতিক আলো নেই, এমনকি চাঁদের আলোও নেই।

রাতের অন্ধকারে মাইক ও'নীল বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘসময় চিন্তিত থাকলেন। শিশুটির পা বাঁকানো। তিনি এরকম মানুষ দেখেছেন; কিন্তু তার জীবনে যে এরকম মানুষ আসবে তা ভেবে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বসার রুমের যে পাশটিতে পবিত্র যীশু হৃদয়ের ছবিটি ঝুলছিল তিনি ঠিক ঐ দিকটিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি সবকিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে ভাবছেন ঈশ্বর সকল ভালোর উৎস।

দু'দিনের মধ্যে ছোট্ট কুটিরে সবকিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসলো। এই ঘটনার পর মাইকেল ও'নীল আবার ভূ-গর্ভের অন্ধকার জগতে কয়লা উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত হলেন। কিন্তু

সর্বদা তার মাথায় চিন্তা কীভাবে দিন অতিবাহিত হবে। এই শিশু সন্তানকে পুরোপুরিভাবে দেখভাল করতে হবে তার মাকে। বার বার তার মনে সন্তানের বাঁকানো পা নিয়ে জন্মানোর চিত্র ভেসে আসে। তিনি ভাবছেন সন্তানের মা বিষয়টি কীভাবে দেখছেন এবং কীভাবে নিচ্ছেন।

ঐ দিন কাজের পর মাইকেল ও'নীল দ্রুতই বাড়ি ফিরে আসলেন।

"আমি আমাদের সন্তানের নাম ঠিক করে ফেলেছি," মাইকেল ও'নীল যখন ঘরে প্রবেশ করছিলেন, শিশুটির মা একটু নরম স্বরে কথাটি বলছিলেন।

"ইতোমধ্যে?"

"ভালো, ওর নাম হবে জন।"

"জন! কিন্তু কাকে উদ্দেশ্য করে?"

"যীশুর প্রিয় শিষ্যের নাম অনুসারে কারণ.....?"

যখন তাঁর স্ত্রী (শিশুটির মা) উপরে মাথা উঠালেন তার চোখে তখন অশ্রুজল।

"কারণ অন্যদের থেকে আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।"

"তার মানে .....তুমি.....জানো?"

"হ্যাঁ, মাইকেল, আমি জানি।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাবি (Chubby) জন ও'নীলের পক্ষে হাঁটতে শিখাটি খুবই কষ্টকর বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। পরবর্তী সন্তান জন্ম নেওয়ার আগ পর্যন্ত মা-ই জন ও'নীলের হাঁটানোর কাজে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় অতিবাহিত করতেন। পরবর্তীতে বড় ভাই বোনেরা তাকে হাঁটতে সাহায্য করতো।

তারা জনকে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটু দূরে থেকে হাত বাড়িয়ে রেখে বলতো, "ধীরে, সাবধানে এসো।"

ইতোমধ্যে এটি স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, মাতৃস্নেহের অনেকটাই অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে জন ও'নীলের ব্যাপারে।

"ধীরে, ধীরে," জন ও'নীল ও তাদের দিকে তাকিয়ে গুড় গুড় হাঁটার আপ্রাণ চেষ্টা করতো, আবার মাটিতেও পড়ে যেতো। কিন্তু সে মাটিতে পড়ে থাকতো না। ছোট্ট জন উঠে দাঁড়াতো, দেয়ালে হাত দিয়ে, শক্তি নিয়ে হাঁটার চেষ্টা করতো।

খুবই লম্বা সময় এবং একটি অগ্নিপরীক্ষা! কিন্তু ঠিকই একটি সময়ে জন ও'নীল হাঁটতে শিখেছে। পরিবারের সবার সঠিক স্নেহ কোমল তত্ত্বাবধানে থেকে জন ও'নীল চলাফেরার কৌশল আয়ত্ব করেছে, তারা সেই বিষয়টি ঈশ্বরের কৃপা হিসেবে নিয়েছে।

এটি কোনভাবেই চিন্তা করা ঠিক হবে না যে জন ও'নীল তার এই অস্বাভাবিক হাঁটার বিষয়টি ঠিকভাবে নেয়নি। অন্য দশটি ছেলে মেয়ে বিষয়টি যেভাবে নিতো, জন ও'নীলও ঠিক সেইভাবেই নিয়েছে। যখন সে অন্য বালকদের সাথে খেলতে যেতো বা চেরীফল এবং হিকরি বাদাম আনার জন্য দীর্ঘ পথ হাঁটতে হতো, তখন সে বিষয়টি বুঝে কষ্ট পেতো। যখন অন্যদের সাথে সে কুলিয়ে উঠতে পারতো না, তখন 'ও' কষ্ট পেতো।

সে তার মাকে জিজ্ঞেস করতো, "আমি কী অন্যদের মত দ্রুত হাঁটতে পারব?"

"হ্যাঁ, বৎস, তুমি অবশ্যই সকলকে টপকাতে পারবে। আরো অনেক কিছুই তুমি পারবে।"

এরপর মা তার নীল চোখে গভীর দৃষ্টিতে দীর্ঘসময় ধরে তাকিয়ে নীরব হয়ে রইলেন।

"প্রিয় জন, সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক উপায় রয়েছে। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তবে আমি একটুও বিচলিত হতাম না।

এ্যালেন (জনের মা) সর্বদা সজাগ থাকতেন কোনভাবেই যেন তার সন্তান (জন) নিরুৎসাহিত না হয়। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, তার ছেলে অন্যদের থেকে ভিন্ন। অন্ততঃপক্ষে অন্যদের থেকে দৃষ্টিভঙ্গিতে সে অনেক ভিন্ন।

দ্রুতই জন দৌড়াতে শিখে গিয়েছে। অন্য স্বাভাবিক ছেলেদের ন্যায় অনেক কিছু শিখে নিয়েছে। তারপরও কিন্তু সে তার বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল চেতনা অটুট রেখেছে।

বিদ্যালয়ে জন একজন শান্ত ও সুশৃঙ্খল ছেলে। সে প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করে এবং প্রতিদিনের পড়া সম্পন্ন করে। এই খনির পল্লীতে বসবাসরত সমাজে যতটুকু সম্ভব শিক্ষা অর্জন ততটুকুই। কিন্তু বর্তমানে জনকে পড়ালেখার পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক অবদান রাখার জন্য কাজ ও করতে হচ্ছে। সে অনেকবার তার কাজের জায়গা নিয়ে তার মায়ের কাছে অভিযোগ করেছে। তার মা সর্বদা তাকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন।

"সামনে তোমার পুরোটা জীবনই রয়েছে, এখন তুমি পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যাও।"

একদিন জনের বাবাকে অন্যদিনের তুলনায় বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। জন তার বাবার কাছে এসে বসে বললো,

"বাবা, তুমি কী মনে করো না যে একদিন আমি তোমার সাথে এই কয়লার খনিতে কাজ করবো?"

এরপর এক দুঃশ্চিন্তাময় নীরবতা বিরাজ করছিল। বেশিরভাগ খনির কর্মচারীরা চাননা তাদের সন্তানেরা এই কাজে নিয়োজিত হোক।"

"জন, যদি এই কাজ অপেক্ষা অন্য কোন কাজ ভালো পাওয়া যায়, তাহলে তোমাকে এই কাজ করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু অন্য কোন কাজতো নেই। আমি মালিকের সাথে কথা বলবো, যেন অন্ততপক্ষে তোমার ছুটিতে কোন কাজ দেওয়া যায়।"

এর কিছুদিন পর জন তার বাবার সাথে কাজে যোগ দিল। এই অন্ধকার, ময়লা জায়গায় সত্যিই জন খুবই ভয় পেয়েছিল কিন্তু সে তার ভয় লুকিয়ে রাখল। সে সেখানে তার সমবয়সী এমনকি তার থেকে কম বয়সের অনেককে দেখতে পেল। তাদের সামনে সে তার ভীতুভাব দেখাতে চায়নি। তার অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল।

যখন তারা কর্মোপযুক্ত হলো, জনকে তার বাবার কাছ থেকে আলাদা করে নেওয়া হলো এবং কয়লা থেকে শেল বাছাই করার জন্য অন্য ছেলেদের সাথে পাঠানো হলো। এই কাজটি অত্যন্ত কষ্টের ছিল। আলস্যে সময় কাটানোর মতো সুযোগ নেই। তারাই আমেরিকান মুদ্রা পাবে যারা তা অর্জন করবে।

প্রথম দিনের কাজের পর জনের হাতের আঙ্গুলগুলো এতই ক্ষত বিক্ষত হলো যে ব্যথায় সে কিছুই ধরতে পারেনি। সে সর্বোতভাবে চেষ্টা করেছে তার এই অবস্থা লুকিয়ে রাখার জন্য; বিশেষভাবে তার মার কাছ থেকে। ঐ দিন সন্ধ্যায় খাবার শেষ হতে না হতেই ক্লান্ত অবস্থার জন ঘুমিয়ে পড়ল।

"মাইক, জনকে বিছানায় নিয়ে আস।" তাকে যখন তুলে আনা হচ্ছিলো সে কিন্তু জেগে উঠেনি।" "প্রথম দিনের অবস্থা আমারও এরকমই হয়েছিল। অনেকদিন আগে আমার কাজ শুরু হয়েছিল।"

র পর দিন ছোট্ট জন এই বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছিল। গ্রীষ্মের সকালের কিছু সময় সে র আলো দেখতো তারপর খনির অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করতো। কতদিন জন খনিতে করেছিল তার জানা নেই। যখনই সে কাজ ত্যাগ করুক না কেন, তার পিতামাতা জানতো াজটি সে বেশিদিন করতে পারবে না।

ন সে তার মাকে অবাক করে দিলো।

আমি খনি থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। আমি এখন জুতো তৈরির কাজ শিখতে চাই।"

্যই, ভালো খবর! আমি খুবই খুশি হয়েছি। খনির কাজটি দিন দিন তোমার জন্য খুবই র হয়ে পড়েছিল।" ও'নীল একজন পা প্রতিবন্ধী, সে গ্রামের জুতো নির্মাতা হিসাবে কাজ করল।

র দোকানে প্রথম দিন থেকেই জন তার এই নতুন কাজ আনন্দ সহকারে শুরু করল। এটি াকে নতুন জীবন এনে দিল। সেখানে অনেক কিছু শেখার ও করার ছিল। প্রতিদিন দশ করে কাজ করাও তার কাছে খুবই অল্প সময় মনে হলো। এই নতুন শিক্ষানভীসের ক্ষতা ও কর্মস্পৃহা মালিককে অভিভূত করলো।

তৃতীয় অধ্যায়

১৮৬০ সালের ডিসেম্বর ২০ তারিখে দক্ষিণ কেরোলিনা ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়ে যায়। দক্ষিণ কেরোলিনার সাথে দ্রুত মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, অ্যালাবামা, জর্জিয়া, লুইজিনিয়া এবং টেক্সাসও আলাদা হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারি ৪ তারিখ ১৮৬১ সালে অ্যালবামার মন্টগোমোরিতে ইউনিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ মিলিত হয়ে এক অস্থায়ী সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং একজন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেন। এক মাসের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে, চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ১৮৬২ সালে কনফেডারেশন কংগ্রেস কর্তৃক তা গৃহীত হয়।

ইতোমধ্যে আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ইউনিয়নের পক্ষে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখনই ফোর্ট সামটার যুদ্ধ শুরু হয় এবং সাথে সাথে মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

ঐ সময়ে খবর খুব কমই জানা যেত। কিন্তু মেকিসবার্গ পেনসিলভেনিয়ার খনির কর্মচারীরা জানতে পেরেছিল যে, উত্তরভাগের অঞ্চলকে কনফেডারেসির নিকট ফোর্টকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্ত হতে না হতেই এক সপ্তাহের মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মি. লিংকন স্টার এবং স্ট্রাইপসকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার জন্য পঁচাত্তর হাজার স্বেচ্ছাসেবককে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

মি. প্রেসিডেন্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আকারে ছোট হলেও মেকিসবার্গ স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়েছে। সৈন্যদের জুতোর জন্য দোকানে ব্যাপক চাহিদা দেখা দিয়েছিল। সৈন্যদের চাহিদা অনুযায়ী জুতো সরবরাহ করার জন্য মালিক ও শিক্ষানভীশ কারিগরদের ব্যস্ততা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এমনি এক সময়ে দুটি অদ্ভূত ঘটনা ঘটে, যা দুজন জুতোর কারিগরের জীবনকে চিরতরে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। মালিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যদি স্বেচ্ছাসেবক না পাঠান তাহলে তার দায়িত্বে অবহেলা হচ্ছিল। যদি দ্যা নর্থকে (The North) এই সঙ্কটকালে সফল হতে হয় এবং ইউনিয়নকে রক্ষা করতে হয় তাহলে অনেককে এগিয়ে আসতে হবে যুদ্ধ করার জন্য। প্রত্যেক সেনা সদস্যকে যথাযথভাবে জুতো পরিধান করতে হবে এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে সৈন্যদের সাথে জুতোর কারিগরকেও থাকতে হবে।

জন ও'নীল বয়সে কম ও এ কাজে উপযোগী তাই তাকেই ইউনিয়নের আর্মি দলে জুতো বানানোর কাজে পাঠানোর জন্য প্রস্তাব দেওয়া হলো। ঠিক এই সময় জন তার হৃদয়ে অন্য এক ধরনের বিশেষ আহ্বান অনুভব করছিল। সে অনুভব করলো ঈশ্বরের সেবায় তাকে নিয়োজিত হতে হবে, কিন্তু কীভাবে এই আহ্বান পূরণ হবে সে জানে না।

মুচির (কবলার) কারখানা বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে জন ও'নীলের সেই চিন্তাও ক্ষণকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো। যুদ্ধ নিয়েই সকল চিন্তা ভাবনা চলছিলো। চতুর্দিকে যুদ্ধ, যুদ্ধ ধ্বংসাবশেষ, মাঠে এবং পাহাড়ের পাদদেশে সমাধি তৈরির কাজ চলছিল।

জনের বাবা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে জন ও'নীল যাওয়ার জন্য তার জুতো তৈরির সরঞ্জাম প্রস্তুত করে যাত্রা করল।

প্রতিটি গ্রামেই গির্জা রয়েছে এবং জন যখন যে গ্রামেই গিয়েছে সে গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করত এবং তার জুতো বানানোর কাজে আত্মনিয়োগ করত।

ঐ দিনগুলোতে দেশ যখন কিছুটা শৃঙ্খলার মধ্যে এসেছিলো তখন কৃষক পরিবারগুলো একটু দূরে আলাদা হয়ে থাকত। অর্থাৎ নিকটবর্তী কোন কৃষকের গ্রামে যেতেও অনেক সময় লেগে যেতো। মানুষ ঐ সময় যাতায়াত এর জন্য পেডলার, টিংকার এবং কবলাদের উপর নানাবিধ কাজে নির্ভর করতো।

জন ও'নীল ঐ জাতীয় পেডলার চালিয়ে গ্রামে গ্রামে যেতে পারতো। সে তার কাজের মাধ্যমে চেষ্টা করতো গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের উপকার করতে। সুযোগ পেলে সে বাণী প্রচারের কাজও করতো। তার এইসব কাজের মাধ্যমে সে আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতো, ঈশ্বর তার কাছ থেকে কী চান। ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসরণ করার প্রবল এক ইচ্ছা তার মধ্যে ছিলো।

খুবই এক চমৎকার বিষয় হলো নিজের ভাগ্যান্বেষণে জন তার পেনসিলভানিয়ার বাড়ি থেকে পর্যায়ক্রমে খনির শ্রমিক, মুচির দোকানে চাকুরি, সৈন্যদলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জুতার তৈরির কাজ, গ্রামে গ্রামে দরিদ্র মানুষদের প্রতি দয়ার কাজ তার চরিত্রকে করে তুলেছিল ইস্পাত কঠিন। পরবর্তীতে সে তার রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে যেমন ভার্জিনিয়া, ওহিও এবং পরবর্তীতে সে কলোরাডোতেও এসেছে।

এই যাত্রাপথে জন ও'নীল অনেকবার খড়ের মাচায় অথবা খোলা আকাশের নিচে অথবা কখনো ভালো কোন ঘরেও রাত্রি যাপন করেছে। কখনো কখনো এমনও দেখা গিয়েছে জন কোন এক খামারে পৌঁছেছে যেখানে খামারবাসীরা অপেক্ষায় থাকত একজন মুচি বা কবলার- এর জন্য। তখন তারা তাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে যত্নাদি করতো। প্রায়ই সেইসব স্থানে মাসাধিক কাল থেকে উৎকৃষ্ট পশুর চামড়া দিয়ে গৃহস্থালী ব্যবহার্যের জন্য জন জুতো তৈরি করে দিতো।

মাঠ, ঘাট পেরিয়ে প্রতিকূল এক যাত্রার মধ্য দিয়ে জন ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে পৌঁছে। তার এই যাত্রার বেশিরভাগই পায়ে হেঁটে এবং একাকী চলতে হয়েছিল। তার এই কষ্টকর জীবনযাত্রার বিষয়ে জন খুব কমই অন্যদের সাথে সহভাগিতা করেছে।

ইতোমধ্যে গৃহযুদ্ধের (সিভিল ওয়ার) ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ হয়েছে। আততায়ীর বুলেটের আঘাতে নিহত প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর জাতির মাঝেই সমাহিত। জাতির বিনির্মাণে তিনি কাজ শুরু করেছিলেন ও স্বপ্ন দেখেছিলেন তা এখনও দৃঢ়তার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। দ্যা ইউনাইটেড স্টেটস ব্যাপকভাবে উন্নতির পথে ধাবিত হচ্ছে। তাই সকল ভেদাভেদ ভুলে একক জাতি সত্তায় পরিণত হয়েছে।

ম্যাকিসবার্গ থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কোন সময় জন ও'নীলের সাথে আরও

একজন ভ্রাম্যমান মুচি (কবলার) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল, যে জুতো তৈরি ও মেরামতের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু আমরা কোথাও এই জুতো নির্মাতার নাম জনের মুখ থেকে শুনতে পাইনি। তবে হ্যাঁ জন তার কাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা স্পষ্ট।

জন ও'নীল তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "প্রিয় বন্ধু, তুমি কোথায় এই কাজ শিখেছো?"

"ইন্ডিয়ানায় এক ছোট বিদ্যালয়ে তারা এই জায়গাটিকে নটর ডেম বলে জানত।"

"তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু এই মুচির কাজ কোন বিদ্যালয়ে শিখিনি। আমি পেনসিলভেনিয়ায় এক জুতো নির্মাতার বাড়িতে এই কাজটি শিখেছি।"

"হ্যাঁ, তারা নটর ডেমে জুতো তৈরি করা, কামারের কাজ, দর্জির কাজ, কাঠ মিস্ত্রির কাজ এবং অন্যান্য হাতের কাজ শিখানো হয়। অবশ্যই তারা অন্যান্য অনেক কাজ শিখায়।

"পবিত্র ক্রুশ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ফরাসী দেশে। পবিত্র ক্রুশ সংঘ পুরোহিত ও ব্রাদারদের সমন্বয়ে গঠিত। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসীগণ (ব্রাদার ও ফাদারগণ) নটর ডেম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাই নটর ডেম পরিচালনা করেন।

"তুমি বলেছ পুরোহিত ও ব্রাদারদের দ্বারা পরিচালিত। ব্রাদার অর্থ কী?"

"ব্রাদারগণ হলেন ঐ সকল উৎসর্গীকৃত পুরুষ যারা দরিদ্রতা, কৌমার্য ও বাধ্যতার পবিত্র ব্রত নিয়ে ঈশ্বরের নিকট জীবন সঁপে দেন; কিন্তু তারা পুরোহিত হন না। তাঁরা ধর্মীয় পবিত্র পোশাক পরিধান করেন এবং পুরোহিতদের ন্যায় একই সংবিধান (Order) অনুযায়ী জীবন যাপন করেন। নটর ডেমে আসার পূর্বে এই রকম ব্যবস্থায় পড়াশুনার কথা পূর্বে শুনিনি। বিশ্বাস কর, সেখানে চমৎকার কয়েকজন ব্রাদার আছেন। আমরা সকলে সিনিয়র প্রিফেক্ট ব্রাদার বেনোয়াকে অনেক পছন্দ করি। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি ব্রাদার সিপ্রিয়ান। তারা বলে এই মহান সাধু পুরুষের প্রার্থনার গুণেই নটরডেম এত দ্রুত বিকশিত হয়েছে, যেন সাধু যোসেফের হাতে সেই প্রস্ফুটিত লিলি ফুল এবং অপর একজন মহৎ ব্যক্তিত্ব ব্রাদার ভিনসেন্ট। ফরাসী থেকে প্রথম আসা ব্রাদারদের মধ্যে তিনি একজন এবং আরো অনেকে রয়েছেন যাদের সাথে দেখা হলে ভালো লাগবে।"

জন ও'নীল বলল, "হ্যাঁ, আমি অবশ্যই চাই।" সে জিজ্ঞেস করল, "সকল ব্রাদারই কী নটরডেমে শিক্ষকতা করেন?"

"না, সকলে নয়। ফার্মের দায়িত্বে ব্রাদার লরেন্স। ব্রাদার অগাস্টাস দর্জির দোকানের ইনচার্জ এবং আরো অনেকে রয়েছেন যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।"

এক অদ্ভুত আলো জন ও'নীলের চোখে মুখে প্রজ্বলিত হলো। তার হৃদয় শিহরিত হলো। তার মনে হচ্ছিল যে, ঈশ্বর যেন তাকে নটর ডেমেই আহ্বান করছেন। তার ইচ্ছা ব্রাদার হয়ে এই কাজে আত্মনিয়োগ করা।

চতুর্থ অধ্যায়

দুইজন মুচি (কবলার) জন ও'নীল ও তার বন্ধু যে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারদের কথা বলছিলো সেটি হলো মূলত ব্রাদারর্স অব সেন্ট যোসেফ। ১৮২০ সালে ফ্রান্সের রুইলি ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার জেমস ফ্রান্সিস ডুজারিয়ে ব্রাদাদের সমাজটি প্রতিষ্ঠা করেন।

ইতোমধ্যে ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে এই কর্মোদ্যোগী পুরোহিত ফাদার ডুজারিয়ে, সিস্টারস অব প্রভিডেন্স (Sisters of Providence) ধর্মসংঘটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় এই প্রচেষ্টা; ব্রাদার সংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো দলগত বা একাকী গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ধর্মপল্লীতে শিক্ষার কাজ পরিচালনা করা।

মহামান্য বিশপ মন্সিনিয়র ক্লাউডি ম্যাডেলেইন ডি' লা মায়ার তার প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করেন, ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে এর অনুমোদন দিয়েছেন। প্রথম বছরের নভেম্বরের মধ্যে পাঁচজন যুবক এই নতুন সংঘে যোগদান করেছেন।

অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এই ধর্মসংঘের জীবনেও পরীক্ষা এসেছে। "১৮২৮ সালের দিকে ফরাসি বিপ্লবের অগ্নুৎপাতের লাভার অবশিষ্টাংশে এবং বিস্ফোরণের প্রভাব ফ্রান্সের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক জীবনকে কর্দমাক্ত করেছে। এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব রুইলির ব্রাদারস অব সেন্ট যোসেফ সদস্যদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে। আহ্বান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং সম্প্রদায় ত্যাগ করার সংখ্যাও অসংখ্য। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় তিনশত জন ব্রাদার যারা সবকিছু ত্যাগ করে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিলেন, তারা বের হয়ে গিয়েছেন।"

১৮৩৫ সালে শ্রদ্ধেয় ফাদার ডুজারিয়ের, বয়স হয়ে যাওয়াতে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়াতে তাঁর বিশপের নিকট আবেদন করেছেন, তিনি যেন ব্রাদারস অব সেন্ট যোসেফ এর পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেন। মহামান্য বিশপ পরবর্তীতে যোগ্য কারও উপর ব্রাদার সমাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন বলে স্থির করেন। পরে বিপশ, মন্সিনিয়র বভিয়ার এবং সম্প্রদায়ের ব্রাদারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সর্বসম্মতভাবে ফাদার বাসিল আন্তনী মরোকে বেছে নেন। এটিই ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে সকলে গ্রহণ করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের আহ্বানের প্রতি আকর্ষণ দেখে ফাদার মরোও আনন্দ চিত্তে ব্রাদারদের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ফাদার বাসিল মরো সিটি অব ম্যান এর উচ্চ সেমিনারীর অধ্যাপক ছিলেন। এই কর্মদ্যোগী পুরোহিত সেমিনারীতে শিক্ষকতার পাশাপাশি বাইরে প্রৈরিতিক কাজ এবং নির্জন ধ্যান পরিচালনা করতেন। ১৮৩৫ সালে নতুন একটি ধর্মসংঘ স্থাপনের উদ্দ্যেশ্যে তিনি কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রদেশীয় যুবক পুরোহিতকে একত্রিত করেন। মহামান্য বিশপ বোভিয়েরের অনুমোদনে Auxiliary Priests of Le Mans নামে একটি পুরোহিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩৫

সালেই ফাদার মরো পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ফাদার ও ব্রাদারদের পরিচালনার ভার গ্রহন করেন। ১৮৩৭ সালের মার্চের ১ তারিখে ফাদার ও ব্রাদারর্স অব হলি ক্রস; দ্যা এসোসিয়েশন অব হলি ক্রস (The Association of Holy Cross) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রাদারদের দ্বারা শুরু থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য সকলের নিকট প্রশংসা কুড়িয়েছ। "১৮৩৬ সালের শুরুর দিকে ফ্রান্সের অধিভুক্ত মর্টিনিক (Martinique) এবং গোডালোপে (Guadeloupe) শিক্ষাবিস্তারে শিক্ষাকাজে নিয়োজিত ব্রাদারদের চেয়ে মিনিস্ট্রি অব মেরিন ও কলিন্স (Minstry of Marine and Colonies) এর পক্ষে সার্থের প্রিফেক্ট অব ডিপার্টমেন্ট (Prefect of the department of the Sarthe) ফাদার মরোর কাছে আবেদন করেন।" ১৮৩৯ সালে আলজিয়ার্সের বিশপ দুপুচে (Dupuch) তার ধর্মপ্রদেশে বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ফাদার মরোর নিকট অনুরোধপত্র পাঠান এবং পরবর্তী বছর প্রথম মিশনারী আফ্রিকায় যান।

১৮৩৯ সালে ইন্ডিয়ানা স্টেটের ভিন্সেনেস এর বিশপ সিমন ব্রুটের ভিকার জেনারেল মাদার সেলেসটিন ডি' লা হেইলানডিয়ার ফাদার মরোর নিকট ব্রাদারদের চেয়ে আবেদন করেন। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে বিশপ ব্রুটে মৃত্যুবরণ করেন এবং ভ্যাটিকেন থেকে পোপীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফাদার ডি' লা হেইলানডিয়ার বিশপ ব্রুটের স্থলাভিক্ত হন। ১৮ আগস্ট ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান হয়। এর পরের সপ্তাহেই তিনি তার বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ব্রাদার চেয়ে ফাদার মরোর নিকট আবেদন করেন।

মহামান্য বিশপের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ ব্রাদারদের পাঠাতে পারলে ফাদার মরো অত্যধিক আনন্দিত হতেন কিন্তু যাতায়াত খরচ বহনের আর্থিক সামর্থ্য না থাকাতে আগস্ট ৮, ১৮৪১ এর পূর্বে তিনি কোন ব্রাদারদের পাঠাতে পারেননি। আমেরিকায় এটিই প্রথম মিশনারীদের যাত্রা। গ্রুপের মধ্যে ছিলেন ২৭ বছর বয়স্ক ফাদার এডোয়ার্ড সরিন যিনি সুপিরিওর এর দায়িত্বে ছিলেন, ৪৪ বছর বয়স্ক ব্রাদার ভিনসেন্ট পিয়ো, ১৫ বছর বয়স্ক ব্রাদার অ্যানসেলম কেইলট (Bro. Ansalom Caillot) এবং ১৪ বছর বয়স্ক ব্রাদার গেটেইন মনসিমার (Monsimar) যিনি শিক্ষকতা করবেন, ৩৩ বছর বয়সী ব্রাদার যোয়াকিম আন্দ্রে যিনি দর্জির কাজ করবেন, ২১ বছর বয়স্ক ব্রাদার মারী পোর্টাস পরবর্তীতে যার নাম হয় ব্রাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ার পোর্টাস যিনি কাঠমিস্ত্রির কাজ করবেন, ২৫ বছর বয়স্ক ব্রাদার লরেন্স মেনেজ যিনি কৃষি কাজ করবেন। নিউইয়র্ক পৌঁছতে জাহাজে তাদের ৩৩ দিন সময় লেগেছিল। পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব পর্বের দিন তারা আমেরিকায় নোঙর করেছিলেন।

বিশপ হেইলানডিয়ার এর অনুরোধ মি. সামূয়েল বায়ারলি মিশনারীদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বন্দরে যান এবং মিশনারীগণ প্রথম ৩ দিন মি. সামূয়েলের বাড়িতেই কাটান। চতুর্থ দিন তারা নিউইয়র্ক-এর মহামান্য বিশপ জন জোবিয়স এর হাউজে থাকেন। পরবর্তী দিন তারা নৌকায়

করে হাডসনে যান। এরপর তারা Old Erie Canel দিয়ে সাত দিনেরও বেশি সময়ে নৌপথে বাকলোতে পৌঁছান। ইঞ্জিন চালিত জাহাজে করে ৩ দিনে তারা টোলেডো (Toledo) পাড়ি দেন । Toledo থেকে নৌকাযোগে তারা মিয়ামিতে যান এবং সেখান থেকে জলপথে ফোর্ট ওয়েনে পারি দেন। দু'দিন পর তারা লোগানস্পোর্ট (Logansport) যান। সাত দিন যাত্রা করে পরবর্তীতে তারা ভিন্সনেন্সে যান। সুতরাং নিউয়র্ক থেকে ভিন্সনেন্সে পৌঁছতে মিশনারীদের ঠিক ২৪ দিন সময় লেগেছিল।

এর তিন দিন পর তারা ভিন্সনেন্স থেকে ২৪ মাইল দূরে অবস্থি ছোট একটি গ্রাম সেন্ট পিটারসে গিয়ে তাদের বসতি স্থাপন করেন। সেখানে পঞ্চাশটি ক্যাথলিক পরিবার ছিলো। মহামান্য বিশপ ফাদার সরিনকে প্রৈরিতিক কাজের একটি তালিকা হস্তান্তর করেছেন। নির্দেশনাগুলো হলো সেন্ট পিটারস, সেন্ট মেরীস, মাউন্ট প্লিজেন্ট (Mt. Pleasant) এবং নিকটবর্তী মিশনগুলোতে বসবাসরত কাথলিক খ্রিষ্টানদের প্রৈরিতিক যত্ন নেওয়া, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং কাথলিক ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা প্রদান এবং নিভিশিয়েট প্রতিষ্ঠা করে ব্রাদার হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা।

ব্রাদার ভিনসেন্টকে নভিসদের পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হলো এবং এক বছরের মধ্যে প্রার্থীদের সংখ্যা ১২ জন হলো যাদের কেউ ফরাসী দেশীয় নয়। ১২ জনের মধ্যে আটজন আইরিশ, ৩ জন জার্মান এবং ১ জন ইংরেজ।

ইন্ডিয়ানায় পৌঁছানোর ১ মাসের মধ্যে সেন্ট পিটারস-এ ব্রাদারগণ একটি বিদ্যালয় পরিচালনা শুরু করেছেন। ছয় মাস পর ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কয়েক মাইল দূরে দ্বিতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ফাদার সরিন একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেছিলেন। যেহেতু ধর্মপ্রদেশে দ্যা ইউডিস্টদের (The Eudists) দ্বারা একটি কলেজ পরিচালিত হচ্ছিল; তাই বিশপ অন্য একটি কলেজের অনুমোদন দেননি।

কলেজ সংক্রান্ত বিষয়ে ফাদার সরিন বিশপের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য বিশপ নর্দান ইন্ডিয়ানাতে অবস্থিত একটি প্রপার্টি দেওয়ার কথা বলেন। তখন ফাদার সরিন বিষয়টি দ্রুত ব্রাদারদের সাথে সহভাগিতা করে জায়গটি পাওয়ার জন্য একটি আবেদন করেন। সপ্তাহখানেক পরই সাউথ বেন্ডের (South Bend) নিকট একটি প্রপার্টি তাদের দেওয়া হয়।

নভেম্বর ১৬, ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে ১১ জন ব্রাদারকে রেখে ফাদার সরিন এবং সাত জন ব্রাদার সেখানে যান যার বর্তমান পরিচিতি নটর ডেম হিসেবে। ফ্রান্স থেকে আসা প্রাথমিক মিশনারী দল থেকে মাত্র ২ জন সেখানে এসেছিলেন। তারা হলেন ব্রাদার মারী পোর্টাস যার পরবর্তী নাম ফ্রান্সিস জেভিয়ার পোর্টাস এবং ব্রাদার গেটেইন মনসিমার। অপর পাঁচজন হলেন ব্রাদার পিটার তোল্লী, প্যাট্রিক কনেল্লী, বাসিল ও'নীল, উইলিয়াম ও'সলিয়েভান এবং ফ্রান্সিস ডিসার।

এই পাঁচজন পরবর্তীতে পবিত্র ক্রুশ সংঘে যোগ দেন এবং ব্রাদার হন। সেন্ট পিটারস-এ পৌঁছানোর জন্য তাদের ২৫০ মাইলেরও বেশি সড়কপথে যাত্রা করতে হয়েছিল। শীতকালে তা ওয়াগনে করে এবং পায়ে হেঁটে এখানে আসেন। পথে মিশনারীগণ ১১ দিন অতিবাহিত করেন।

ক্লান্ত অবসন্ন মিশনারীগণ নভেম্বর ২৬ তারিখে নটরডেমে পৌঁছান। তাঁরা সেখানে এসে ছোট তিনটি ভবন পান। একটি চ্যাপেল যেটি ফাদার বাদিন (Badin) ১৮৩৪ সালে ফলক উন্মোচন করেন। একটি ঘরে ফাদারের অনুবাদক থাকেন। চ্যাপেলের পাশে রয়েছে কেবিন। তাঁরা সকলেই যত দ্রুত সম্ভব তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং যা আর কখনো থামেনি। এখনো পর্যন্ত তখনকার সময়ের ব্রাদারদের দ্বারা নিজ হাতে নির্মিত ইটের তৈরি ভবন রয়েছে।

কিন্তু জন ও'নীল জুলাই ৯, ১৮৭৪ সালে যে নটরডেমে এসেছে তার সাথে প্রাথমিক পর্যায়ের অবস্থার কোন সাদৃশ্য নেই। জন ও'নীল যে সময় নটরডেমে এসেছিলেন সেই সময়কার সম্ভবত একটি বিল্ডিং-ই এখন বর্তমান যেটিকে বলা হয় মিশন হাউস (Mission House)। ব্রাদার চার্লস এবং অন্য ব্রাদারগণ সেই স্থানে ছয় সাত বছরের মধ্যে একটি নতুন গির্জা নির্মাণ করেন।

জন ও'নীলের ঐ সময়ে প্রধান ভবনটি অবশ্যই খুবই প্রভাবশালী এবং অনুপ্রেরণাদায়ী ছিলো। ভবনটির সম্মুখভাগ ১৬০ ফুট বিস্তৃত ছিলো। এর গভীরতা ছিলো ৮০ ফুট এবং ছয় তলা সমান উঁচু ছিলো। এর একটি গম্বুজ ছিলো এবং মা-মারীয়ার একটি মূর্তি ছিলো। কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র সকল শিক্ষার্থীর জন্য এই ভবনে থাকার ব্যবস্থা ছিলো। কলেজের ক্লাসরুম, স্টাডিরুম, খাওয়ার রুম এবং শিক্ষকদের জন্য আলাদা রুম এখানেই ছিল।

ফাদার এডুয়ার্ড সরিন, নটরডেমের প্রথম প্রেসিডেন্ট তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি মাঝারি আকারের লোক ছিলেন যার মাথার চুল থাকত লম্বা কিন্তু সর্বদা পরিচ্ছন্ন মুখণ্ডল ছিলো। তিনি সর্বদা তাঁর দায়িত্বে অটল ছিলেন। সাত বছর পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ভার অপর একজনের হাতে ন্যাস্ত করেন।

নটর ডেমেরই একটি শাখা হলো সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয় (St. Joseph's Mannual Labor School)। মূলত জন ও'নীল এই স্কুলটি দ্বারাই নটর ডেমের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে ডিলন হল (Dilon Hall) যেখানে অবস্থিত সেইখানটিতে কারিগরি বিদ্যালয়টি অবস্থিত। ঐ সময় কারিগরি বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী ছিল। ব্রাদারদের পরিচালিত এই প্রশিক্ষণটির গুরুত্ব যে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এটি তার একটি সংকেত।

কিন্তু এই বিদ্যালয়ের কোন অংশের দ্বারাই জন ও'নীল আগ্রহান্বিত ছিল না। পবিত্র ক্রুশ সংঘে (Brothers of Holy Cross) যোগদানের অনুমতি লাভের প্রত্যাশায় তিনি নটর ডেমে এসেছিলেন। যিনি তাকে প্রাক্ নভিশিয়েট এবং পরে নভিশিয়েটে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারেন তিনি তৎক্ষণাৎ তার কাছেই যেতে পারতেন।

পঞ্চম অধ্যায়

১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলায়ের এক আনন্দোজ্জ্বল বিকেল। সাউথ বেন্ড শহরের অনেকেই তখন ততটা কর্মব্যস্ত ছিল না। তাই জন ও'নিল এই আশায় হাঁটতে লাগলেন যে তিনি এমন একজনের সাথে দেখা করবেন যিনি তাকে নটর ডেম কলেজে কীভাবে যেতে হবে তা বলতে পারবেন। যেতে যেতে তিনি একটা ঝুপড়ির আগে এটি গাছের নিচে ছায়ায় বসে একটি ছেলেকে পাঠরত অবস্থায় দেখতে পেলেন।

"বৎস, তুমি কি আমাকে বলতে পার কীভাবে আমি নটর ডেম কলেজে যেতে পারি?"

ছেলেটি ভয় না পেয়ে উঠে বসল এবং ভারি থলি নিয়ে লম্বা লাল কেশওয়ালা লোকটির দিকে তাকাল।

"আপনি বরং আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলে ভালো হয়।" এই বলে ছেলেটি যখন উঠার অভিনয় করছিল, তখনই স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে একজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল।

"ওনি কী চান, জনি?"

"ওনি আমার মা," ছেলেটি অপরিচিত লোকটিকে বলল। তারপর সে তার মাকে বললো, "ওনি জানতে চান কীভাবে নটর ডেম কলেজে যাবেন।"

তখন তাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা চলতে থাকে যদিও কী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তা তেমন একটা স্পষ্ট ছিলো না। এরপর জন তার পথে চলতে থাকেন। ক্লান্ত অবস্থায় তার মনে আশার আলো ফুটে উঠল এই ভেবে যে কলেজ এর দূরত্ব আর মাত্র দুই মাইলের একটু বেশি। অবশেষে তিনি যখন স্কুলে যাওয়ার রাস্তার দিকে উঠলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন এটি একটি ওয়াগন ট্রেইলের চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বিকাল যখন প্রায় পাঁচটা বাজে তখন জন ও'নিল নটর ডেম কলেজের মূল ভবনের গম্বুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মা মারীয়ার মূর্তিটির প্রথম দর্শন পান। সে দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি এক মুহূর্তে থেমে গেলেন। তিনি তার পঙ্গু পায়ের দিকে তাকালেন এবং তারপরে মা মারীয়ার মূর্তিটির দিকে ফিরে গেলেন। তিনি মনে মনে এটাই বললেন মা মারীয়া কি এটা দেখবেন না যে, তার অসহায় এই পঙ্গু পা যাতে তার সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার হওয়ার পথে কোন বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়! যা হওয়ার জন্য তিনি সেই চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে রেখেছেন।

তিনি আবার এগিয়ে গেলেন। এখন তিনি আরও আত্মবিশ্বাসী। তার বাঁদিকে কয়েক গজ এগিয়ে একটা কবরস্থান। যাওয়ার সময়ে তিনি তার টুপি খুললেন এবং সকল মৃত লোকের আত্মার জন্য বিশেষ করে পাপী আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের গৃহের পাশে পরিপাটি করে রাখা একটি বাগান ছিলো যার দীর্ঘ সারি এটাই প্রমাণ করে যে সাম্প্রতিক সময়ে

কেউ এখানে চাষাবাদ করেছে। কেমন যেন সব কিছু নিস্তব্ধ একটা পাখির গানও শোনা যায়নি কোন গাছ থেকে।

হঠাৎ সামনের একটি ভবন থেকে একজন কালো-পোশাক পরিহিত সন্ন্যাসীকে একটি উঁচু ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। জন তাঁর সমস্ত মনযোগ সেদিকে নিবদ্ধ করলেন। তিনি সন্ন্যাসীকে ধরার জন্য দ্রুত হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দ শুনে সন্নাসী হঠাৎ করে থেমে গেলেন এবং ঘুরে দাঁড়ালেন।

"ফাদার, আমি এখানে অপরিচিত!"

"স্বাগতম! আমি ব্রাদার ফ্রান্সিস জেভিয়্যার।"

জন ও'নিল ভাবলেন তিনি তার এগিয়ে যাওয়ার পথ থেকে মনে হয় এক ধাপ পিছিয়ে গেছেন; কারণ তিনি কালো পোশাক পরিহিত রোমান এই লোকটিকে ব্রাদার বলে সম্বোধন না করে ফাদার বলে সম্বোধন করেছেন।

"আমি জন ও'নিল, ব্রাদার, এবং আমি এখানে দেখতে এসেছি, আমি ব্রাদার হতে পারবো কিনা।"

"তাহলে আমি আপনাকে আমাদের সুপিরিয়র, ফাদার সরিন-এর কাছে নিয়ে যাব। আপনি কি দয়া করে আমার সাথে আসবেন?"

কয়েক মিনিটের মধ্যে যুবক মুচি ও'নিল পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘের মহাসংঘ নায়কের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে তিনি ফাদার জেনারেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যে পবিত্র ক্রুশ সংঘের মহা সংঘ নায়কের সামনে উপস্থিত আছেন, এই ভাবনাটি প্রথমে তাঁকে চমকে দিয়েছিল এবং তিনি কিছুটা নার্ভাস বোধ করছিলেন, কিন্তু এই মহান ব্যক্তির তীক্ষ্ণ চোখের সামনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে তার বেশি সময় লাগেনি।

"আপনি কীভাবে আমাদের ধর্মসংঘের কথা শুনেছেন?" ফাদার, ও'নিলকে জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনার কারিগরি মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করা একজন ছাত্রের কাছ থেকে, ফাদার", - মুচি জবাব দিলেন।

"ঠিক আছে! ঠিক আছে!" ফাদার সরিন মাথা নেড়ে বললেন।

"আপনি কি মনে করেন যে আপনি আমার মত একজন সামান্য লোককে ঈশ্বরের মহান কাজে ব্যবহার করতে পারবেন, ফাদার? আমি অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে আরও ভালোভাবে সেবা করতে চাই।"

"তুমি সঠিক জায়গায় এসেছো, প্রিয় বৎস। এসো, আমরা লেকের চারপাশ দিয়ে হেঁটে নভিশিয়েটের দিকে যাই। আমাদের এখানে সন্ন্যাসব্রতী প্রার্থীরা আমাদের নবীসদের সাথে এক বাড়িতেই বসবাস করে।"

এই বলে ফাদার সরিন গির্জায় পুরোহিতদের পড়ার যে চৌকো টুপি সেটির কাছে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে দু'জনে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন তারা হাঁটছিলেন এবং কথাবার্তা বলছিলেন তখন জন- ফাদারকে জানালেন যে তিনি একজন জুতো প্রস্তুতকারক। জন ফাদারকে আরও জানালেন যে তিনি অনুভব করেছিলেন, যে তিনি নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারবেন এবং সর্বোপরি তিনি মা মারীয়ার নিষ্কলঙ্কা হৃদয়কে আরও বেশি করে ভালোবাসতে চান এবং এইভাবে নিজের পরিত্রাণের চিন্তাকে নিশ্চিত করতে চান।

ফাদার সরিন যুবকের অকপটতা এবং আন্তরিকতায় গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং একবারও তিনি তার বিকৃতি বা পঙ্গু পা সম্পর্কে কিছু বলেননি, এমনকি তিনি যে এটি লক্ষ্য করেছেন এমন ইঙ্গিতও দেননি।

নব্যালয়ে এসে জন নব্যালয়ের অধ্যক্ষ ফাদার লুয়েজের সাথে পরিচিত হন। ফাদার লুয়াজে জনকে আদর-যত্নে এমন আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নেন যে, জনের মনে হলো তিনি নিজ বাড়িতেই এসেছেন।

সেই সন্ধ্যায়, মহাসংঘ নায়ক রাতের খাবারের সময় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় নভিসদের খাবারের সময় কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং এটি দেখে নতুন প্রার্থী জন অনুভব করেছিলেন যে তিনি এই পরিবারেরই একজন। তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মায় সেই প্রশান্তি অনুভব করেছিলেন যা তিনি এতদিন প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং তাঁর মনে হচ্ছিল সামনে দেওয়ালে টাঙ্গানো যীশুর পবিত্র হৃদয়ের সুন্দর ছবি থেকে পবিত্র হৃদয়ের সৌম্য চোখগুলি তাঁর আত্মাকে দেখছে।

সেই সন্ধ্যায় চ্যাপেলে জনকে এমন একটি জায়গায় বসতে দেওয়া হয়েছিল যেখান থেকে তিনি সরাসরি যীশুর পবিত্র হৃদয়ের একটি সুন্দর মূর্তির দিকে তাকাতে পারেন। তাঁর মনোযোগ প্রাথমিকভাবে চ্যাপেলের পবিত্র স্থানের দিকেই থাকত; কিন্তু মাঝে মাঝেই তাঁর চোখ যীশুর সেই পবিত্র হৃদয়ের মূর্তির দিকে চলে যেত।

এভাবেই দিনের পর দিন জন নিজের মধ্যে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করতে থাকেন। সেপ্টেম্বর ১, ফাদার লুয়েজে জনকে অফিসে ডেকে নিয়ে বলেন যে, সংঘের কাউন্সিল তাঁর ব্রাদার হওয়ার আবেদনটি গ্রহণ করেছে এবং ৮ সেপ্টেম্বর তারিখ তাঁর সন্ন্যাস জীবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশের জন্য পবিত্র পোশাক গ্রহণ ও অভ্যর্থনার দিন ধার্য করা হয়েছে।

জন ও'নিলের জন্য এটি সত্যিই একটি আনন্দের দিন ছিল। কারণ তাঁর হৃদয়ের আরও একটি আকাঙ্ক্ষা, একটি স্বপ্ন অর্থ্যাৎ সন্ন্যাসব্রতী জীবনে প্রবেশ বাস্তবায়িত হতে চলছে। এজন্য তিনি ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা সন্ন্যাসব্রত জীবনের পবিত্র পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পূর্বে, নির্জন ধ্যানের মাধ্যমে সেই মহান দিনটির জন্য নিজেদের যোগ্যভাবে প্রস্তুত করছিলেন যাতে করে তাঁরা এই

জাগতিক পোশাক পরিত্যাগ করে; পবিত্র ক্রুশ সন্ন্যাস সংঘের এক একজন আদর্শ সভ্য হিসেবে ঈশ্বরের ও মানুষের সেবায় নিজেদের নিবেদন ও জীবনযাপন করতে পারেন।

৮ সেপ্টেম্বর হলো মা মারীয়ার জন্ম দিন। পর্বোৎসব এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নব্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে সন্ন্যাস পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য একটি উপযুক্ত দিন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ ছিল পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের জন্য একটি মহান দিন কারণ এ দিনটিতে এমন একজন সদস্য এ সংঘের সাথে যুক্ত হলেন; যিনি তাঁর জীবনকালে এ সংঘের জন্য গৌরব এবং বিশেষত্ব এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, জন ও'নিলের জীবনে এটি ছিলো চমৎকার এবং স্মরণীয় একটি দিন কারণ এই দিনটি থেকেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের জন্য কাজ করে যাওয়ার বিশেষ ব্রতে ব্রতী হয়েছিলেন।

নব্যালয়ে প্রবেশের সময় পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানে পোশাক এবং প্রার্থনার সাথে জড়িত বিষয়গুলো খুবই অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ যা প্রার্থীদেরকে পার্থিব জীবনের ভোগবাদের বিষয়গুলো থেকে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত দেয়। প্রার্থীরা যখন পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পবিত্র বেদীতে প্রবেশ করেন তখন পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালক এই বলে প্রার্থনা করে প্রদীপগুলোকে আশীর্বাদ করেন: "প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা, সত্য আলো এবং সমস্ত আলোর উৎস এই প্রজ্বলিত এই প্রদীপগুলির উপর তোমার আশীর্বাদ বর্ষণ কর, এবং তুমি যেভাবে মোশীর পথকে আলোকিত করেছ সেই মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলিয়দের উদ্ধার করতে, তেমনি করে তোমার এ সেবকদেরও পথ দেখাও, যারা তোমার নামের ভালোবাসার জন্য পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে, যাতে তারা আমাদের প্রভু খ্রিষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে। আমেন।"

তারপর প্রত্যেকজন প্রার্থীকে সামনে ডেকে উপদেশসহ একটি করে প্রদীপ হাতে তুলে দিতে দিতে বলা হয়, "এই প্রজ্বলিত প্রদীপ গ্রহণ করো: এটি তোমার হাতে জ্বলতে দাও, ভালো কাজের প্রতীক হিসাবে সর্বদা নিজে আদর্শ হও, এবং অবিরাম ঈশ্বররের ধন্যবাদ ও প্রশংসা কর, কারণ ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসেন।"

পরবর্তীতে পিতা পরমেশ্বরের প্রশংসা গান করে যারা খ্রিষ্টের জোয়াল নিজেদের কাঁধে নিতে চলেছেন তাদের আলোকিত করার জন্য পবিত্র আত্মার কাছে অনুরোধ করা হয়।

অতপর সন্ন্যাস পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের কার্যনির্বাহী পরিচালক বলেন: "বৎস, তুমি আজ এ মুহূর্তে কী যাচ্না করো?" প্রার্থী উত্তর দেয়, "শ্রদ্ধেয় ফাদার, আমি আপনার কাছে অনুনয় করি আমাকে যেন পবিত্র ক্রুশ ধর্ম সংঘের পবিত্র পোশাক প্রদান ও পরিধান করার অনুমতি দেওয়া হয়, যেন আমি সংঘের নব্যালয়ে প্রবেশ করতে এবং একজন নবীস হিসেবে নব্যাশ্রমের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলা ও নানা প্রকার আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমার জীবনে অনুশীলনের সুযোগ পাই।"

অতপর পোশাকগুলো আশীর্বাদ করে এই প্রর্থনা করতে করতে তা প্রার্থীদের কাছে দেওয়া হয়, "নতুন মানুষের প্রতীক হিসাবে এই পোশাক গ্রহণ কর, যা তুমি যীশুরে সাথে সংযুক্ত থেকে আমৃত্যু পরিধান করবে।" পরে প্রার্থীদেরকে সেক্রেষ্টিতে নিয়ে গিয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের নব্যাদের পোষক পরিয়ে দেওয়া হয়।

নতুন নবীসগণ যখন তাদের সন্ন্যাসব্রতী পোশাক পরে মূল চ্যাপেলে ফিরে আসে, তখন তাদের উপর পবিত্র জল সিঞ্চন করে প্রধান উৎসর্গকারী পুরোহত প্রার্থনা করে বলেন,"হে প্রভু, আমরা তোমায় অনুনয় করি, তুমি তোমার এই সেবকদের আশীর্বাদ ও পবিত্র কর। তাদেরকে পার্থিব সকল প্রকার মোহ ত্যাগ করে; তোমার পবিত্র নাম এবং সাধু যোসেফের উপর ভরসা করে,এই পবিত্র পোশাক গ্রহণ করে তারা যাতে বিশ্বস্তভাবে তোমার সেবা করতে পারে, বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারে, নম্র ও ভক্তিপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে জীবনযাপন করতে পারে, এবং তোমার আগমনের অপেক্ষায় থেকে একদিন তোমার সাথে একই পিতার রাজ্যে রাজত্ব করতে পারে, যুগে যুগান্তরে, আমেন।"

১৮৭৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পোশাক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকে জন ও' নীলের নতুন সন্ন্যাসব্রতী নাম হলো, ব্রাদার কলোম্বো। তারপরে সে বছর তিনি নভিশিয়েটে নিজেকে গভীর অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত রাখেন। এই সময়ে তাঁকে তাঁর সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত করা হয় এবং তার নতুন জীবনের গুণাবলী অনুশীলন করার প্রচুর সুযোগ তাকে দেওয়া হয়। এই সময়ে নব্যাধ্যক্ষ, ব্রাদার কলোম্বোকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, যাতে করে প্রয়োজনে তাকে সংশোধন করার এবং তাকে সম্প্রদায়ে থাকতে দেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে সুনিশ্চত হতে পারেন।

নতুন ব্রাদার কলোম্বোর নব্যালয়ে কাটানো সেই বছরটি তার জীবনের ঈশ্বর প্রদত্ত গুণাবলীগুলোর গভীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল; যার জন্য তিনি পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন: আর এ গুণগুলি হলো বিশ্বাস, নম্রতা ও সেবা। যাদের সাথে তাঁর হঠাৎ বা আকস্মিক দেখা হতো, তারা তাঁর সম্পর্কে অস্বাভাবিক কিছুই লক্ষ্য করতেন না: যাদের সাথে তিনি থাকতেন তারা তাঁর মহৎ গুণাবলীর প্রশংসা করতেন। সেই সময় হয়তো তাঁকে চিনতো এমন লোক খুব কমই ছিল, কিন্তু এমন একটি দিন আসবে যখন তিনি হাজার হাজার লোকের কাছে পরিচিত এবং প্রিয় হবেন, যাদের অনেকের সাথে তিনি হয়তো কখনও দেখা করতে পারবেন না ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অতপর সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করে নব্যাশ্রম ত্যাগ করার পর ব্রাদার কলোম্বো ১৫আগস্ট, ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র ক্রুশ সংঘের জুতোর দোকানে সেবা দিয়েছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি একজন দক্ষ জুতো প্রস্তুতকারক। যে কাজই হোক না কেন, সেটা হতে পারে পুরাতন জুতো সেলাই অথবা নতুন জুতো তৈরি, তিনি সর্বোত্তমভাবে তা করার চেষ্টা করতেন। তিনি জানতেন যে ছোট ছোট জিনিসগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই তিনি সেগুলি সবসময়ই অত্যন্ত যত্নসহকারে আন্তরিকতার সাথে করতেন।

ব্রাদার কলোম্বো যে শতাব্দীতে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেবা দিয়েছেন; সেই শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড নষ্ট হয়েছে। যাই হোক, আমাদের কাছে যে সকল রেকর্ড আছে তা থেকে জানা যায় যে ১৫ আগস্ট, ১৮৭৬-খ্রিষ্টাব্দে, মা মারীয়ার স্বর্গারোহণের মহাপর্ব উৎসবে, তিনি দরিদ্র, কৌমার্য এবং বাধ্যতার পবিত্র ব্রত গ্রহণ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। এই ব্রতগুলি হচ্ছে ব্রতধারী-ব্রতধারনীদের জীবনের মৌলিক উপাদান: যেগুলি সেইসব উদার এবং বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য তৈরি হয় যারা সাধারণ খ্রিষ্টভক্তদের চেয়ে খ্রিষ্টকে আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতে চায়। তারা মূলত ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয় এবং এজন্য প্রতিনিয়তই তাদের নিরন্তর কৃচ্ছ্রসাধনা করতে হয়।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের সন্ন্যাসব্রতীদের 'মিশনারী' নামে একটি চতুর্থ ব্রতের প্রচলন ছিলো; যার মাধ্যমে সন্ন্যাসীগণ পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন জায়গায় গিয়ে যীশুকে অনুস্বরণ ও সেবা কাজ করার প্রতিজ্ঞা করতেন। যাদের ইচ্ছা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই মিশনারী ব্রত গ্রহণ করতে পারতেন। ব্রাদার কলোম্বো সেচ্ছায় সংঘ নায়কের অনুমতিক্রমে এই মিশনারী ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

পবিত্র ক্রুশ সংঘের দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য এই ব্রতগুলো হলো সন্ন্যাসীদের জীবনের মৌলিক বিষয় যা আমরা ব্রতবাণীর শব্দগুলো থেকে বুঝতে পারি।

"আমি জন ও'নিল, ব্রাদার কলেম্বো, যদিও অযোগ্য, তবুও ঐশ্বরিক করুণার উপর নির্ভর করে; পবিত্র ত্রিত্বের প্রতি নিজেকে নিবেদিত করতে ইচ্ছুক। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে চিরকালের জন্য দরিদ্রতা, কৌমার্য এবং বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করছি। এই ধর্ম সংঘের নিয়ম এবং সংবিধানের সকল বিধি পালন এবং সংঘের মহাসংঘনায়ক আমার প্রভু যীশুকে অনুসরণ করার জন্য বিশ্বের যেখানেই আমাকে প্রেরণ করবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের এবং ধন্যা কুমারী মারীয়ার নামে যিনি নিষ্কলঙ্কা ছিলেন এবং তাঁর স্বামী সাধু যোসেফ এবং স্বর্গীয় সকল দেবদূতগণের শক্তিতে আমি সেখানে যাওয়ার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবো।"

আগস্টের সেই দিনে ব্রাদার কলোম্বো যখন তাঁর অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষদের মধ্যে একজন। অবশেষে তাঁর হৃদয়ের সেই মহান ইচ্ছা, সেই মহান স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে চলেছে। তিনি অভিলম্বে বিদেশী মিশনে ভারতে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাপ্রোণোদিত হয়েছিলেন এবং কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফাদার ডামিয়েনকে সাহায্য করার জন্য মোলোকাইতেও যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মহান মানুষটির কাছে কোনকিছুই খুবই বীরত্বপূর্ণ ছিলো না। তবে আপাতত, নটর ডেমে থেকে কমিউনিটির জুতো তৈরি এবং মেরামতের কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। হয়তোবা ভারত বা মোলোকাই যাওয়ার চেয়ে তাঁর তখনো সেখানে থেকে আরও বেশি আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন প্রয়োজন ছিলো।

অতপর সেখানে কাজ করার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ব্রাদার কলোম্বোকে ব্রাদার পিটার এবং ব্রাদার রেমন্ডের সাথে ইন্ডিয়ানার লাফায়েটে সাধু যোসেফের অরফান অ্যাসাইলামের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। সেই অ্যাসাইলামে তখন ষাটজন ছেলে ছিলো। ব্রাদার কলোম্বো সেখানে নয় বছর সেবা দিয়েছিলেন। এই সময় ধীরে ধীরে অ্যাসাইল্যামের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে অ্যাসাইল্যমের সংখ্য হয়েছিল ১১৫।

১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ব্রাদার কলোম্বোকে সংঘের জুতোর দোকানে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য নটর ডেমে ফিরিয়ে আনা হয়। দোকানটি একটি বিস্তৃত ভবনের কেন্দ্রীয় অংশে অবস্থিত ছিলো যা সাধারণত 'দ্য শপস' নামে পরিচিত।

ডিলন হল এখন যেখানে অবস্থিত; সেখানে মূলত টিন, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, নদীর গভীরতা নির্ণয়, কাঠমিস্ত্রির দোকান এবং অন্যান্য উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিলো।

ব্রাদার কলোম্বো ছাড়াও মুচির দোকানে বেশ কিছু সাধারণ লোক নিযুক্ত ছিলো, কারণ কলেজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আরও বেশি সাহায্যের দরকার ছিলো যা সম্প্রদায় দিতে পারতো না।

ব্রাদার কলোম্বো পরবর্তী সাত বছর একই জায়গায় তাঁর এ সেবাকাজ চালিয়ে যান। সেই সময় ফাদার সরিন খুবই অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁকে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ঘরে কাটাতে হতো। কোন কারণে যা আমাদের অজানা তিনি ব্রাদার কলম্বোকে তাঁর ব্যাক্তিগত সেবক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। যদিও পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টারগণ ফাদারের সমস্ত যত্নই নিচ্ছিলেন, তথাপি ফাদার সরিন অনেকটাই ব্রাদার কলোম্বোর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। ব্রাদার কলোম্বো পরম ভক্তিসহকারে বৃদ্ধ পুরোহিতের যত্ন নিচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে ফাদার সরিন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় তাঁর সমস্ত জীবনই ব্যয় করেছেন, কঠোর এবং দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করেছেন; সুতরাং তাঁর এখন একটু আরাম নিশ্চিয়ই প্রাপ্য। তাঁকে যদি সামান্য আরামও তিনি দিতে পারেন, তবেই তিনি ধন্য। পরবর্তী দুই বছর ব্রাদার কলোম্বো সবসময়ই অসুস্থ রোগীদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তাঁদের সেবা করেছেন। কখনোই না করেননি। ফাদার সরিনের অসুস্থতা

বাড়ার সাথে সাথে তিনি আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েন। অবশেষে ৩১ অক্টোবর, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফাদার সরিন শান্তিপূর্ণভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং পরম পিতার চরণে আশ্রয় নেন।

ফাদার সরিনের মৃত্যুর পর, প্রভিন্সিয়াল ফাদার উইলিয়াম কোর্বে, একজন গৃহযুদ্ধের চ্যাপ্লেন এবং নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুবারের প্রেসিডেন্ট, ব্রাদার কলোম্বোকে আবার সেই মুচির দোকানে অর্থাৎ জুতোর দোকানে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এক শতাব্দীর প্রায় এক চতুর্থাংশ সময়কাল ধরে তিনি এ মুচির কাজে অর্থাৎ জুতো সেলাই ও মেরামত এর কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। সময়ে সময়ে দোকানের অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল। তবে দোকানের অগ্রগতি বা প্রয়োজনীয়তা যাই হোক না কেন ব্রাদার কলোম্বো কিন্তু সর্বদাই এ কাজটি আনন্দ ও উৎসাহ এবং দায়িত্বপূর্ণভাবে করতেন।

একদিন প্রাদেশিক সুপিরিয়র সিদ্ধান্ত নেন যে, ব্রাদার কলোম্বোকে বিখ্যাত সার্জন ডাক্তার সেনের কাছে চিকিৎসার জন্য শিকাগোতে যেতে হবে। সার্জন ডাক্তার সেন তাঁর দক্ষতার জন্য সে সময় অনেক বিখ্যাত ছিলেন। ব্রাদার কলোম্বো তৎক্ষণাৎ তা মেনে নিলেন যদিও তার মধ্যে একটু ভয় কাজ করছিল, যে তাঁর চলে যাওয়াতে জুতোর দোকানের কী দশা হবে, যা কিনা সংঘের একটি বড় আয়ের উৎস ছিল। যা হোক তিনি গিয়েছিলেন, এবং তাঁর পায়ের অপারেশনটি এতটাই সফল হয়েছিল যে, এটা তখন একটা অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। তাঁর পায়ের অবস্থা এখন পূর্বের চেয়ে অনেকটাই ভালো।

চিকিৎসা শেষে পুনরায় কাজে ফিরে এসে, ব্রাদার কলোম্বো আগের চেয়েও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর পায়ের চিকিৎসা বাবদ যে খরচ হয়েছে তা মেটাতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। যারা তাঁকে ভালোভাবে চিনতেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি আরও গভীর মনোযোগ এবং উৎসাহের সাথে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তারপর একদিন ব্রাদার কলোম্বো তাঁর দোকানে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের একটি নতুন মূর্তি নিয়ে এলেন। এটি ছিলো এক বন্ধুর উপহার, যা তিনি অনেকদিন ধরেই চেয়েছিলেন। দোকানে তিনি মূর্তিটিকে সম্মানের স্থানে রাখলেন এবং প্রায়ই সময়ে সময়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর চোখ যীশুর সেই পবিত্র হৃদয়ের মূর্তির দিকে চলে যেত।

কিছুক্ষণ পর ব্রাদার কলোম্বো এক বাক্স নিশি জাগরণের প্রদীপ নিয়ে আসলেন, আর সেই দিন থেকে, সকালে দোকানে আসার পর তার প্রথম কাজটি ছিল মূর্তিটির সামনে প্রদীপ জ্বালানো। যীশুর পবিত্র হৃদয়ের জন্য ব্রাদার কলোম্বোর এই বিশেষ ভক্তিপূর্ণ মন্দিরের কথা খুব শ্রীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগেনি এবং এ সম্পর্কে মন্তব্যকারীরা তাঁর পক্ষে ও বিপক্ষে এ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাদার কলোম্বো স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি একটি ছোট্ট মন্দির স্থাপন করবেন, এবং এটা নিয়ে যে বিতর্ক হতে পারে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। কিন্তু এতে তিনি আশাহত হননি বা কোনরূপ বিরক্তবোধও করেননি। কারণ তার এ কাজে ধর্মসংঘের সুপিরিয়রের অনুমতি ছিলো এবং এটিই তার জন্য প্রয়োজন ছিল।

একদিন, ব্রাদার কলোম্বো যীশুর পবিত্র হৃদয়ের শৈল্পিক কিছু ব্যাজ তৈরির জন্য দোকানে কিছু জিনিসপত্রের প্যাকেট নিয়ে এসেছিলেন।

"এমন কিছু সময় আছে যখন আমি ব্যস্ত থাকি না," তিনি তার একজন সাহায্যকারীকে বলেছিলেন, "এবং আমি পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজ তৈরি করে সেগুলো ব্যবহার করতে চাই। এ ব্যাজগুলো হয়তো অন্য কোথাও থেকে কেনা যায়; কিন্তু এখানে তৈরি ব্যাজগুলো ঐসব ব্যাজগুলো অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং এগুলির দামও কম পড়বে। যারা আমদের কাছে তা চেয়েছে বা তা ব্যবহার করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমরা যেন তাদেরকে তা দিতে পারি।"

লোকটি ভ্রু কুঁচকে সবকিছু শুনল, কিন্তু সে কোন মন্তব্য করলো না। দোকানের দায়িত্বে ছিলেন ব্রাদার; তিনি হলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি: তিনি যা চান তা তাঁকে করতে দেওয়া হোক। এভাবেই দিন দিন ব্যাজের চাহিদা বাড়তে থাকে এবং ব্রাদার কলোম্বোও শক্তহাতে দায়িত্ব নিয়ে ব্যাজ তৈরিতে মনোনিবেশ করেন এবং চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হন।

ব্রাদার কলোম্বোর ব্যাজ তৈরির ব্যাপারটি নিয়ে আবারও বিরোধিতা দেখা দিয়েছে: আবারও দল দুভাগে বিভক্ত হয়েছে।

পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজ বানানো নিয়ে কিছু লোকদের বিরোধিতার খবর যখন তাঁর কাছে আসে তখন তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেন "আমি পবিত্র হৃদয়ের ছোট ব্যাজ বানাচ্ছি এবং অনেকেই স্বেচ্ছায় তা নিচ্ছে, এই বিষয়ে অন্যারা কেন বিরক্ত হবেন?"

"আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাবো না, ভাই। ভালো জিনিস প্রায়ই অজ্ঞতা এবং কুৎসা উভয়ের দ্বারাই বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।"

"ওহ, আমি এটি নিয়ে মোটেও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত নই। ব্যাজ বানানোর উপাদানটি আমাকে দান করা হয়েছিলো, এবং সেই উদ্দেশ্যে এটি ব্যবহার করার অনুমতি আমার আছে। তবে এটি কেন অতটা আলোচনার কারণ হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি না।"

"এটা বিজ্ঞাপন, ব্রাদার। আমি শুধু আশা করছি এতে করে এ ব্যাজের চাহিদার পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে এবং আপনি চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবেন।"

আর এটাই ছিল আসল কাজ। ব্রাদার কলোম্বো তাঁর অবসর সময়ে কেবল ব্যাজ তৈরির জন্য ব্যয় করতেন। একজন ছাত্র অন্যজনকে বলেছিলেন, তিনি কীভাবে এটি পেয়েছেন এবং যার চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলছে।

সেই দিনগুলিতে ব্রাদার কলোম্বো তাঁর ব্যাজগুলিকে কেবলমাত্র যীশুর পবিত্র হৃদয়ের জ্ঞান এবং ভক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন, এমন একটি ভক্তি যা তিনি নিজেই বছরের পর বছর ধরে অনুশীলন করেছিলেন। যা তিনি সাধ্বী মার্গারেট মেরীর জীবনী পড়ে জানতে পারেন যে তিনি (মার্গারেট মেরী) পবিত্র হৃদয়কে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে

চেয়েছিলেন। যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজটিকে শারীরিক অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য বা বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করার জন্য যে একটি উপায় বা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে ব্রাদার কলোম্বোর মনে কোনো চিন্তাই আসেনি। তিনি সহজভাবে সেগুলি ছাত্রদের কাছে বিতরণ করেছিলেন, যারা তাঁর ছোট দোকানে আসতো, যাতে করে তারা ব্যাজটি তাদের গলায় পরতে বা তাদের পকেটে বহন করতে পারে।

সেই সময়ে নটরডেম "আশীর্বাদপূর্ণ পবিত্র শহর" হিসাবে পরিচিত ছিলে না। সে সময় পবিত্র হৃদয়ের প্রতি ভক্তি খুব কমই দেখানো হতো এবং শত শত কিশোর কিশোরী এবং যুবক-যুবতী প্রতিদিন পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে তা ভাবাই যেতো না।

ব্রাদার কলোম্বো নিজেকে একজন নবী, উদ্ভাবক বা সংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। একেবারেই না। তিনি শুধু যীশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং ভক্তি অন্যদের ভাগ করে নেওয়ার জন্য যা করতে পারেন তা করার জন্য তিনি কেবল শান্তিপূর্ণ উপায়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এর চেয়ে বেশি কিছু তাঁর মাথায় ঢুকেনি।

কিন্তু শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে যখন এর অনেক কিছুই বদলে যাবে বা পরিবর্তন হবে, শীঘ্রই সে পরিবর্তন আসতে পারে এবং অবশ্যই, যে কেউ সে স্বপ্ন দেখতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

চাহিদা বৃদ্ধি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কারণে ব্রাদার কলোম্বোর দোকানটি দ্য শপসের পুরানো অবস্থান থেকে ওয়াশিংটন হলের সামনের প্রথম তলায় একটি ঘরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দোকানের এই স্থান পরিবর্তন তাঁর কর্মকাণ্ডের উপর তেমন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু এই সময়ে বন্ধুরা তাঁকে তাঁর ধর্মীয় প্রভাবের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে সক্ষম করার জন্য কিছু অর্থ দান করেছিলেন।

বছরের পর বছর ধরে ব্রাদার কলোম্বো, যীশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ছাড়াও, নিষ্কলঙ্কা মা মরীয়ার হৃদয়ের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখাতেন। তিনি নটর ডেম, আওয়ার লেডি'স গিটিতে বসবাস করার সময়, সেই ভক্তি বেড়ে গিয়েছিল, এবং তখন তিনি নিষ্কলঙ্কা মা মারীয়ার হৃদয়ের শত শত ছোট ছবি তৈরি করেছেন। তাঁর দোকানে যারা আসত সে সব শত শত ব্যক্তিদের তিনি মা মারীয়ার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ছবি দিতেন এবং তাদেরকে ছবির পিছনের দিকে মুদ্রিত ছোট্ট প্রার্থনা বলার জন্য নির্দেশনা দিতেন। অনেক অনেক শিক্ষার্থী তাদের পিতামাতা, প্রাক্তন শিক্ষক এবং বন্ধুদের কাছে প্রার্থনা সম্বলিত মা মারীয়ার নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের এ ছবি পাঠানোর জন্য ব্রাদার কলোম্বোর নিকট থেকে অসংখ্য পরিমাণে ছবি নিতো। এভাবে ব্রাদার কলোম্বো যে এমন কত শত ছোটো ছোটো ছবি বিতরণ করছেন তার সঠিক হিসাব হয়তোবা কখনোই জানা যাবে না। এভাবে যে মঙ্গল সাধিত হয়েছে কেইবা তা অনুমান করতে পারবে!

এটা মনে হয় যে মারীয়ার নিস্পাপ বা নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ের ছোট ছবিগুলির বিতরণ বিরোধীরা তেমন কোন বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ সেখানে মা মারীয়ার প্রতি সাধারণ লোকদের ছিলো অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। এ বিশ্বাস ও ভক্তি থেকেই আরও একটি বিষয় তখন উদ্ভাবন হয়; তা হলো পবিত্র সাক্রামেন্তের সামনে জপমালা প্রার্থনা করা ।

ঠিক কোথায় ব্রাদার কলোম্বো তাঁর প্রথম জোড়া আশীর্বাদিত সাক্রামেন্ত পুঁতি পেয়েছিলেন তা লেখকের জানা নেই। এটা জানা গেলে হয়তো তা আরও আকর্ষণীয় হতো। কিন্তু হঠাৎ তিনি এক জোড়া পুঁতি নিয়ে নয়, কয়েক ডজন পুঁতি নিয়ে হাজির হন এবং সেগুলোকে অবাধে অন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন ঠিক, যেমনটি তিনি পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজ ও নিষ্কলঙ্কা মারীয়ার ছবির ক্ষেত্রে করেছিলেন।

কাউকে ব্যাজ বা জপমালা দেওয়ার আগে ব্রাদার তার কাছে এর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতেন যেন এর সঠিক ব্যবহার করা হয়। তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যারা এই জপমালা নিবে তারা যাতে এর মূল্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে বা বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে পারে।

একদিন ব্রাদার কলোম্বোর পরিচিত একজন লোক তাঁর সাথে কথা বলার জন্য তার দোকানে আসেন। ব্রাদার জানতে চাইলেন তাঁর কাছে আশীর্বাদিত সাক্রামেন্তের কোন জপমালা আছে কিনা।

"আমি এ ধরনের কোন জপমালার বিষয়ে কিছু শুনিনি," লোকটি উত্তর দিল।

ব্রাদার তখন নিচু হয়ে কাউন্টারের নিচ থেকে এক জোড়া পুঁতি টেনে আনলেন।

"এই যে এগুলো," তিনি তাঁর বন্ধুর দিকে খুব গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন।

তারপর ব্রাদার জপমালা ব্যবহারের পদ্ধতির ব্যাখ্যা শুরু করলেন। তিনি খুব স্পষ্ট করে তাঁর নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তবে তিনি তার হাতে রাখা পুঁতির চেয়ে তাঁর দর্শনার্থীকে পর্যবেক্ষণে বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়েছিল।

হঠাৎ অন্য এক ব্যক্তি তখন রুমে ঢুকলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রাদার পুঁতিগুলো সেই আগন্তুককে দিলেন।

"এই নাও, তুমি এগুলো নাও।" তিনি প্রথম দর্শনার্থীর দিকে আর না তাকিয়েই বললেন, "সে যাই হোক সেগুলি সে নিবে না।"

ব্রাদার কলোম্বো সেই ব্যক্তির মনের মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি, তবে কিছুক্ষণ পরে সে সহকর্মী চার্চ ছেড়ে চলে গেলেন, তার মুখমন্ডল চরম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল এবং তারপর থেকে তিনি কখনোই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য চার্চে বা সাক্রামেন্তের কাছে যাননি।

অন্য এক সময় দুই নতুন যুবক জুতোর জন্য ব্রাদারের জুতোর দোকানে গেলেন। ব্রাদার কলোম্বা যথারীতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা যা চেয়েছিল তা পেয়ে গেলো এবং চলে যাচ্ছিল, ব্রাদার তখন বড় জনকে ডাকলেন এবং শুকনোভাবে মন্তব্য করলেন: "আপনার বন্ধু ধর্মসংঘে দীর্ঘদিন থাকবে না।"

সেই যুবক বা তরুণ ব্রাদার তার সঙ্গীর কাছে ব্রাদার কলোম্বো কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্য সম্পর্কে কিছু জানাননি। প্রকৃতপক্ষে সে সময় তিনি তা নিয়ে তেমন একটা গুরুত্বসহকারে চিন্তাও করেননি। তবে কয়েকমাস পরে সে তরুণ ব্রাদারটি যার সম্পর্কে ব্রাদার কলোম্বো মন্তব্য করেছিলেন যে, সম্প্রদায়ে তার চুল ধূসর হবে না বা পাকবে না, অর্থাৎ তিনি বেশিদিন সে সম্প্রদায়ে থাকবেন না, তা সত্যে প্রমাণিত হলো কারণ সেই তরুণ ব্রাদারটি সংঘ ছেড়ে তখন বাড়ি চলে গিয়েছিলো।

১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এ কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে যে ব্রাদার কলোম্বো আশ্চর্য কাজ করতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন পোপ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বিশেষ

করে পোপ অষ্টম উর্বান এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা নিরাময়, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির মতো শব্দগুলিকে শুধুমাত্র তাদের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অর্থ ব্যবহার করতে দিচ্ছি। আমরা শুধুমাত্র এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করছি যেভাবে তা আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে বা লিখিতভাবে আমাদের কাছে এসেছে। আমরা আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে মণ্ডলীর কাছে রিপোর্ট করি বা মণ্ডলীকে অবগত করি এবং একমাত্র মণ্ডলীরই অধিকার রয়েছে আমাদের এজাতীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বলার বা নির্দেশনা দেওয়ার। আমাদের সংঘের অনেক সদস্য এখনও জীবিত আছেন যারা প্রায়ই এই সময়ে ব্রাদার কলোম্বোর সাথে দেখা করতেন। তারা সকলেই একমত ছিলেন যে তিনি তাঁর দোকানে এবং দোকানের বাইরেও অন্য কোথাও লোকদের নিরাময় করতেন।

আমরা এও জানি যে কয়েকমাস ধরে তাঁর কাছে চিঠিপত্র আসার পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। লোকেরা তাঁর কাছে ব্যাজ চেয়ে চিঠি দিত, কেউ আবার তাদের জন্য প্রার্থনা করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিতো, কেউ বা আবার তাদের বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে চিঠি লিখত।

পোস্ট অফিসে কাজ করা এক লোক লেখককে বলেছিলেন যে, ব্রাদার কলোম্বো দিনে বিশ থেকে ত্রিশটি চিঠি পেতেন।

আমরা জানি যে, ব্রাদার কলোম্বো অনেক চিঠি লিখেছিলেন; যেগুলোর উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। এটা মনে রাখতে হবে যে, ব্রাদারের খুব একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না, এবং এই সময়ে আমাদের কাছে তাঁর লেখা চিঠিগুলি অবশ্যই প্রমাণ করে যে তিনি বানান, বিরাম চিহ্ন এবং ব্যাকরণগত গঠন খুব কমই জানেন। কিন্তু এই লেখালেখির ক্ষেত্রে এই বানান, বিরাম চিহ্ন এবং ব্যাকরণ জিনিসগুলি তাঁকে খুব বেশি বিব্রত করেনি বা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি: বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর হৃদয় যা নির্দেশ করতো, তাই তিনি লিখতেন, বানান, বিরামচিহ্ন বা ব্যাকরণের সাথে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে অত ভাবতেন না।

একদিন এই শিক্ষার অভাব তাঁর জন্য কিছু সমস্যা নিয়ে আসে। একদিন তিনি যখন তাঁর দোকানে কাজ করছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তাঁর দোকানে আসেন। ব্রাদার তাঁর চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সাথে খুব আনন্দের সাথে কথা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি এটা লক্ষ্য করতে পারেননি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি খুব ভালো মেজাজে ছিলেন না।

"ব্রাদার," বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ধীরে ধীরে শুরু করলো, "আপনি অনেক চিঠি লেখেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ফাদার, আমি লিখি।"

"এবং আপনি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত কাগজে লিখেন, তাই না?"

"হ্যাঁ, ফাদার। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্যাডগুলোর একটিতে,"এই বলে ব্রাদার প্রতিটি পৃষ্ঠা নীল কালিতে মুদ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়েরর নামসহ লেখার কাগজের প্যাডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফাদারকে দেখালেন। এটি ছিলো সাধারণ, সাধারণ লেখার কাগজ, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের দোকানে বিক্রি হতো এবং ক্যাম্পাসের সমস্ত ছাত্ররা ব্যবহার করতো।

"আচ্ছা, ব্রাদার," বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি অর্থাৎ সেই পুরোহিত একটু মন্থর গতিতে তাঁর কথাগুলো যত্ন সহকারে বাছাই করতে থাকলেন, "আমি মনে করি, আপনার চিঠিপত্রের যত্ন নেওয়ার জন্য আমি আপনার জন্য কয়েকজন ছাত্রকে সেক্রেটারী করে আপনার সহকারী হিসাবে পাঠাব। আমার মনে হয় এটি আপনার জন্য আরও ভালো হবে। আপনি আগামীকাল বা পরের দিন তাদের আশা করতে পারেন।"

এ কথা বলার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি অর্থাৎ সেই পুরোহিত সেখান থেকে চলে আসেন। ব্রাদার কলোম্বো তখন বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুটা বিভ্রান্তিতে পরে যান। দুজন সেক্রেটারী বা সহকারী ছাত্র নিয়ে তিনি কী করবেন। তার মানে কি তিনি চিঠি লিখতে পারেন না? তিনি চান না যে, তরুণ ছাত্ররা তাঁর জন্য তাঁর চিঠি টাইপ করে বসে থাকুক। তিনি সিদ্ধান্ত নেন অতি শীঘ্রই এটা সম্পর্কে কিছু করতে হবে। ব্রাদার তখন উঠলেন এবং দোকানে তালা দিয়ে প্রভিন্সিয়ালের সাথে দেখা করার জন্য দ্রুত বেরিয়ে পরলেন।

প্রভিন্সিয়াল সব দিক দিয়ে একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর অফিসে যেই আসুক না কেন, তিনি যেকোন কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলে মনে হচ্ছে, এবং তাই যখন ব্রাদার কলোম্বো ভিতরে আসেন তিনি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। যেহেতু ব্রাদার কলোম্বোর এখানে আসার একটাই কারণ ছিলো, তাই তিনি সাথে সাথেই প্রভিন্সিয়ালের সাথে সে বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

"নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে সভাপতি শ্রদ্ধেয় ফাদার বলেছেন যে, তিনি আমার জন্য দুজন তরুণ সেক্রেটারী পাঠাবেন যাতে করে তারা আমার চিঠি লিখে দিতে পারে। কিন্তু আমি চাই না কেউ আমার চিঠি লিখুক!"

"দুজন তরুণ সেক্রেটারী!" প্রভিন্সিয়াল বললেন "নটর ডেমের সভাপতি আপনাকে দুজন সেক্রেটারী পাঠাচ্ছে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্যে?"

"তাদের আমার দরকার নেই, ফাদার। আমার মনে যা আসে আমি তাই লিখতে চাই। আমি আমার চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে লিখাতে পারবো না।"

একথা শুনে ফাদার প্রভিন্সিয়াল তখন ব্রাদার কলোম্বোর দিকে এক মুহূর্ত নিরবতার সাথে তাকালেন এবং তারপর বললেন: "এটা নিয়ে দুঃশিন্তা করার বা মাথা ঘামাবার কোন দরকার

নেই, ব্রাদার। আপনি আপনার কাজ আপনার মত করে চালিয়ে যান। আপনি আপনার পছন্দমতো চিঠি লিখুন এবং নটরডেমের সভাপতি যদি আপনাকে আবার বিরক্ত করেন, আপনি শুধু তাকে বলবেন যে প্রভিন্সিয়াল ফাদার বলেছেন যে আপনি যদি বানান এবং বিরামচিহ্নের পাশাপাশি এখানকার আশেপাশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেন বা তাদের কথা শুনেন তবে আপনি অলৌকিক কাজ করতে পারবেন না।

এরপর ব্রাদার কলোম্বো একজন সন্তুষ্ট, সুখী মানুষরূপে তাঁর দোকানে ফিরে গেলেন। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফাদার এই বিষয়ে আরও কিছু বলেছেন কি না তা জানা যায়নি। তবে আমরা এটুকু জানি ব্রাদার নিয়মিত সেই পূর্বের মতই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামলেখা কাগজে বা প্যাডে নিজের চিঠি লিখতেন।

আমরা যা জানতে পারি তা হলো ব্রাদার দিন দিন আরও বেশি সংখ্যক চিঠি লিখছিলেন। সাউথ বেন্ড এবং আশেপাশের গ্রাম ও শহর থেকে মানুষ ক্যাম্পাসে আসেন "অলৌকিক মানুষ " বলে পরিচিত হয়ে উঠা ব্রাদার কলোম্বোকে দেখতে। তখন আবারও কিছু কিছু লোককে ব্রাদার কলোম্বোর কাজের বিরোধিতা করতে দেখা গেল। কেউ কেউ যুক্তি তুলে ধরেন যে ক্যাম্পাস বহিরাগতদের দ্বারা দখল করা হচ্ছে। মুচির কাছে প্রতিনিয়ত অনেক অনেক অসুস্থ ব্যক্তিরা আসেন তাদের দুঃখের কথা জানাতে। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং এর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে যা ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং সমাজের জন্য হুমকীস্বরূপ। এটা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। অনেকেই এটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান বা সভাপতির কাছে গিয়েছিলেন এবং অবশেষে তাঁকে এ বিষয়ে ব্রাদার কলোম্বোকে বলার জন্য বলেছিলেন। তাঁরা সভাপতিকে বললেন যে, ব্রাদার কলোম্বোকে বলে এটা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সভাপতি ভুল করেছেন যে নিজেকে ব্রাদারের সুপিরিয়র ভেবে, আসলে যা তিনি ছিলেন না। যদি তিনি তা হতেন, তবে তাঁর কথা ব্রাদার কলোম্বো প্রথমবারেই মেনে নিতেন। কারণ ব্রাদার কলোম্বো সবসময় খুবই বাধ্য ছিলেন। ব্রাদার কলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপিরিয়রকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যা করছেন তাতে যে শুধু সম্প্রদায়ের স্থানীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছিলো তা নয় বরং সে সাথে প্রভিন্সিয়ালেরও অনুমতি ছিল। নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ফাদার তখন অবিলম্বে ব্রাদার কলাম্বোর বিরুদ্ধে করা তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি তাঁর কর্তৃত্বের সীমানা অতিক্রম করেছেন। এভাবেই ব্রাদার কলোম্বোর কাজ এবং কাজ করার পদ্ধতি সবাইকে মুগ্ধ করতো এবং অনেকেই তাঁর কাজের কারণে তাঁর কাছে আসতো। কেউ তাঁর কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না।

যাই হোক, ব্রাদার কলোম্বো তাঁর কাজ এবং প্রার্থনা অব্যাহত রেখেছিলেন। পবিত্র হৃদয়ের প্রতি তাঁর আস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলো এবং তিনি জানতেন যে সমস্ত কিছু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়।

অষ্টম অধ্যায়

আমাদের গল্পের এই পর্যায়ে অক্টোবর ৯, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে, ব্রাদার কলোম্বো ও'নীল সিএসসি-এর বিষয়ে জানার জন্য; যারা ব্রাদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন শুধু তাদের এবং এই গল্প লেখকের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের হাতে স্বয়ং ব্রাদার কলোম্বো-এর নিজ হাতের লেখা অনেক পত্র রয়েছে, যেগুলো থেকে ব্রাদারের বিষয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব। তবে এটা নিশ্চিত যে এই পত্রগুলো ছাড়াও আরো অনেক পত্র ব্রাদারের বন্ধুদের এবং যারা তাঁর কাছে প্রার্থনা চাইতো তাদের কাছে রয়েছে। চিঠিগুলোর মধ্যে দেখা যায় ব্রাদার, আইওয়া স্টেটের তাঁর এক পুরোহিত বন্ধুকে দশ বছর অনেক চিঠি লিখেছেন। চিঠিগুলো বেশিরভাগই ব্রাদারের বন্ধুর কাছে তাঁর বন্ধুর চিঠির প্রত্যুত্তর। যেহেতু সেই যাজক বন্ধুর পত্রগুলোর কপি আমাদের কাছে নেই সেজন্য কিছু কিছু পত্রের প্রত্যুত্তর আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

প্রথম পত্রটিতে ব্রাদার কীভাবে লোকদের কাছে পত্র লেখা শুরু করতেন তাঁর একটি নমুনা পাওয়া যায়: তিনি লিখেন,"আমি অসুস্থ বালিকার জন্যও প্রার্থনা করবো। আপনি মেয়েটিকে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজ পরিধান করিয়ে, এই বলে প্রতিদিন পাঁচবার কিছু সময়ের জন্য প্রর্থনা করে বলুন, 'যীশুর পবিত্র হৃদয়, তুমি আমাকে সুস্থ কর'। আসুন আমরা তার সুস্থতার জন্য মা মারীয়ার পবিত্র হৃদয়ের মাধ্যমেও প্রার্থনা করি।"

এটা স্পষ্ট এবং ব্রাদার জানতেন যে, মা মারীয়ার মধ্য দিয়ে যীশুর কাছে প্রার্থনা করলে যীশু শুনবেনই। এভাবে তিনি সাধু সাধ্বীদের মধ্যমেও যীশুর কাছে প্রার্থনা করতেন। এটা সত্য যে ব্রাদার রোগীর সুস্থতা প্রত্যাশা করতেন যেহেতু তিনি বলতেন, "আসুন আমরা তার সুস্থতার জন্য ধন্যা মারীয়ার পবিত্র হৃদয়ের মাধ্যমে প্রার্থনা করি"।

নভেম্বর ১৬, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাদার তাঁর এক পত্রে লিখেন, "আমি দু'টি উদ্দেশ্য জানিয়ে একটি নভেনা করবো। কারো জন্য প্রার্থনা পূরণ হয়; আবার কারো জন্য নাও হতে পারে। প্রার্থনার মাধ্যমে বেশ কয়েকজন এজমা রোগী সুস্থ হয়েছে। ডাক্তারের মতানুসারে ইন্ডিয়ানা বন্দরে একজন রোগী মারা যাচ্ছে, তার নিরায়ময়ের জন্য ডাক্তারদের আর কিছু করার নেই, তারা আশা ছেড়ে দিয়েছে। একজন ভদ্রমহিলা আমার কাছে তার চিঠিতে লিখেছে, কী চমৎকারভাবে আপনি আমাকে সুস্থ করেছেন! আমি নানা জায়গা থেকে নিরাময়ের সংবাদ পাচ্ছি। এই সকল সব বিষয় আমি লিখে রাখিনি। ... প্রর্থনা করা বা এই বিষয়ে বলার জন্য আমার কোন টাকা পয়সা প্রয়োজন নেই। আমার যখন টাকা পয়সা প্রয়োজন হয়, তখন প্রার্থনা করলে আমি প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা পেয়ে যাই।"

চিঠিটি স্বাক্ষর করার পর, ব্রাদার লিখেছেন, "ডেটরয়েটে একটি মেয়ে ক্র্যাচের সাহায্যে হাঁটে, আমি মেয়েটিকে তার ক্র্যাচ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলেছি, হেসো না।"

উপোরোক্ত চিঠির কিছু অংশ সবার জন্য প্রযোজ্য। প্রথমত এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ব্রাদার সবার জন্য অবিরাম প্রার্থনা করেন; দ্বিতীয়ত তিনি সেগুলো শিশুসুলভ সহভাগিতা করেন; তৃতীয়ত তিনি অবাক হন যে, কোন খবরের কাগজে প্রকাশ না হলেও লোকেরা তাঁর কথা শুনে; সর্বোপরি যীশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি ব্রাদার কলোম্বো-এর খাঁটি ও গভীর আস্থা। "আমার যখন টাকা পয়সা প্রয়োজন হয়, আমি প্রার্থনা করলে আমি তা পাই।" "আমি মেয়েটিকে তার হাঁটার ক্র্যাচ আমার নিকট পাঠিয়ে দিতে বলেছি।" তিনি তাঁর লেখায় নিয়মিত আরো প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছেন: "কেউ কেউ পায় বা সুস্থ হয়," এখানে পাওয়া দিয়ে ব্রাদার সুস্থ হওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছেন। আর একটি প্রকাশভঙ্গি তিনি ব্যবহার করেছেন, " হেসো না।" তার চিঠিতে স্বাক্ষর দেওয়ার পর তিনি কিছু সৌজন্যমূলক এবং অদ্ভুত আকর্ষণীয় কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন, "দয়ায় পূর্ণ ভালোবাসা।" এই সকল শব্দ প্রকাশ আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের সরলতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

নভেম্বর ১২, ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ আমরা যে পত্রটি পেয়েছি তা হলো এরূপ:

"প্রিয় ফাদার:

আমি আপনার শুভেচ্ছা পত্র পেয়েছি। এই পত্রে আপনি আপনার সকল দুঃস্থ মানুষের কথা লিখেছেন। এটা আমার জন্য কোনো সমস্যা নয়। আমি কোনো কোনো সময় ষাটটি নভেনা প্রার্থনা করি। গত রবিবারে প্রার্থনার মাধ্যমে দু'জন সুস্থ হলো। একজন কুষ্ঠরোগী; অপরজন যক্ষারোগী, যার প্রচণ্ড কাশী ছিল। মহিলটি ব্যাজ পরার সাথে সাথে যক্ষারোগ থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিগত সোমবার দিন আমি একজন যুবককে পেলাম যে আইয়ারল্যান্ডে বিয়ে করেছে। সে গত আগষ্ট থেকে কোন পানীয় গ্রহণ করে না।

হাসপাতালে একজন রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিলো; যার বাঁচার কোন আশাই ছিলো না। তার অস্ত্রপচার হয়েছে। রোগী আমাকে বলছে, তারা আমাকে সোজা করে খাটিয়ায় সারারাত শোয়ে রেখেছে, সকালবেলা তার ঘাড়ের পিছন থেকে অনেক পোজ বের হচ্ছিল। সে এখন সুস্থ অবস্থায় বাড়িতে তার নিয়মিত কাজকর্ম করছে। সে আমাকে জানিয়েছে আমি চলে আসার পর তার পোজ পড়া বন্ধ হয়ে গেছে; যা কর্তব্যরত ডাক্তারগণ বুঝতে পারেনি; কীভাবে এটা হলো। তারা প্রর্থনা করলে তারা বুঝতে পারতো মহিলাটি কীভবে সুস্থ হয়েছে।

"আমি অনেক লোকদের চিঠি পাই যারা আজ কর্মক্ষম, তারা বার বছর আগে অসুস্থ ছিলো, আজ তাদের ছেলেমেয় আছে এবং দীক্ষাস্নাত হচ্ছে। আমি ব্যস্ত। আমি তাদের সব চিঠির উত্তর দিতে পারি না। তিনটি চিঠির উত্তর দিয়েছি। চিঠিতে আমি তেমন কিছু লিখি না; কারণ আমার জুতো প্রস্তুতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সময় পাওয়া কঠিন"।

চিঠিটি পড়ে বুঝাতে পারি ব্রাদার কলোম্বো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছেড়ে মাঝে মাঝে রোগী দেখার

জন্য বিশেষতঃ যারা তাঁর কাছে আসতে পারতো না, তাদের কাছে যেতেন। এভাবে বহু বছর তাঁর পরিচালকের অনুমতিক্রমে তিনি রোগী দেখতে বাইরে গিয়েছেন, কোনো সময় কাছে , কোনো , কোনো সময় বেশ দূরেও গিয়েছেন। প্রায়ই লোকেরা ব্রাদারের কাছে আসতো তাঁকে বিভিন্ন হাসপাতালে বা বাড়িতে তাদের অসুস্থ প্রিয়জনদের দেখা, প্রর্থনা করা ও সুস্থ করার জন্য। বার বার রোগীদের কাছে যাওয়া তার জন্য কখনও বিরক্তিকর ছিলো না। একজন শিশু যেভাবে আনন্দের সহিত কোন পার্টিতে যোগ দেয়; পরিচালকের অনুমতিক্রমে সেভাবেই ব্রাদার রোগীদের দেখার জন্য হাসপাতালে বা বাড়িতে ছুটে যেতেন এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন।

ব্রাদারের লেখায় আমরা স্পষ্টভাবে দেখি যে, তিনি শুধু রোগীদের বাহ্যিক সুস্থতার জন্যই প্রার্থনা করেন নি; বরং তিনি আধ্যাত্মিক নিরাময়ের জন্যও প্রার্থনা করেছেন।

ব্রাদারের পত্রগুলো আনন্দদায়ক হলেও তাঁর পাঠানো চিঠিগুলো এবং তাঁর মন্তব্যগুলো পড়া পাঠকদের জন্য সহজ ছিলো না। তিনি তাঁর পত্রের মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার করতেন; যেগুলো ব্রাদারের পবিত্র জীবন ও ধার্মিকার বহিঃপ্রকাশ ছিলো।

১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি ১৭ তারিখের চিঠিতে আমরা দেখি: "আমি নটর ডেম ক্যাম্পাসের প্রায় এক মাইল দূরে সেন্ট মেরীস বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পূর্বে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন রোগমুক্ত হয়েছিল। আমি যাওয়ার পর দশজন সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার আমার কাছে এসেছিলেন নিরাময়ের জন্য। তাঁরা সবাই জানুপাত করে আমাকে বললেন আমি যেন, আমার প্রস্তুত করা ব্যাজ দিয়ে তাদের উপর ক্রুশ চিহ্ন করি। এটা কি তোমাদের মেরে ফেলবে? কখনও তা চিন্তা করা হয়নি। ঈশ্বর আমাকে সম্মান করেন এবং একই সময়ে আমাকে বিনম্র করেন।"

আগস্ট ১২, ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে একটি নতুন নোট ব্রাদারের চিঠির মধ্যে যোগ হয়:

"একজন অবশ মেয়ে এবং একজন যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছেলেকে আমার কাছে আনা হলো, তারা ছিলো একই পরিবরের. তারা ছিলো প্রোটেসস্টান। তারা দু'জন এখন সুস্থ হয়েছে। অনেক প্রোটেসস্টান লোক আমার কাছে এসেছে এবং সুস্থ হয়েছে।" তাদেরকে তাদের গভীর বিশ্বাসের জন্য ব্রাদার প্রশংসা করেছেন।

এটা চমৎকার যে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের চিঠিগুলোতে ব্রাদার কলোম্বো ইউরোপের ভয়ঙ্কর প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের বিষয় কিছু উল্লেখ করেন নি। তাঁর পূর্ণ মনোযোগ ছিলো তাঁর কাজ, প্রার্থনা এবং দরিদ্রদের জন্য, যারা তার কাছে আসত এবং পরিচালকের অনুমতিক্রমে তিনি যাদের কাছে যেতেন।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর ৩০ তারিখের ব্রাদারের চিঠিতে আমরা পাই: "ঘুম থেকে আমি উঠতে বাধ্য হয়েছি একজন মস্তিষ্ক বিকৃত রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য। দুইজন লোক তাকে

ধরে রেখেছিলো। তোমারা এই ধরনের চিৎকার কখনও শুননি। আমি ভেবেছিলাম সেখানে ভূত ছিল। পুরোহিত এবং ডাক্তার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে ব্যাজ দিয়ে আশীর্বাদ করেছি এবং বসে প্রার্থনা করেছি। মানসিকভাবে অসুস্থ লোকটি রাতে ঘুমাতে গেল এবং সকালে সুস্থাবস্থায় তার ঘুম ভাঙ্গল।"

ব্রাদার কলোম্বা ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর ৪ তারিখে ফাদারের কাছে যে চিঠিটি লিখেন তা হলো:
"গণতান্ত্রিকভাবে দেশে, রাষ্ট্রে এবং শহরে সবকিছু চলছে। কিছু সংখ্যক কাথলিক। ৫২টি গরু পা ও মুখের রোগে মারা গেছে। পশুগুলোকে মারার জন্য আনা হয়েছিলো।" এই সমস্ত নোটগুলো সংক্ষিপ্ত, যাহোক, তিনি আবার ফিরে যান তাঁর যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ভক্তিমূলক প্রার্থনায়. "আমি আপনার কালো লোকদের কথা ভুলে যাইনি --- আমি যদি আবার কেওকোক এ যাওয়ার সুযোগ পাই তবে আমি তাদের গির্জায় যাব এবং তাদেরকে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের প্রতি ভক্তির বিষয়ে শিক্ষা দেব এবং তাদেরকে পবিত্র হৃদয়ের নামে ব্যাজ এবং ছবি দেবো --- আমি তাদেরকে মনপরিবর্তনের বিষয়ে কিছু বলবোনা, --- যীশুর পবিত্র হৃদয় বাকী কাজটুকু করবেন।"

বেশ কিছু সময় যাবতই ব্রাদার কলোম্বো আশা করছিলেন যে নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র যীশু হৃদয়ের একটি বিশেষ স্রাইন (ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনার জন্য বিশেষ প্রার্থনার স্থান) প্রস্তুত করা হবে। তিনি তা তার নভেম্বর ১১ তারিখের চিঠিতে প্রথমবারের মত এটা উল্লেখ করেছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি লিখেন, "আমি একটি অলৌকিক কাজের জন্য প্রার্থনা করেছি যা লোকেরা প্রত্যক্ষ করবে --- আমি তা আগে কখনও করিনি। যীশুর হৃদয়ের একটি স্রাইন পাওয়াই ছিলো আমার লক্ষ্য। লোকদের কিছু দেখতেই হবে।"বড় কোন আলাদা স্রাইন হোক সেটা তিনি চাননি।

দিনের পর দিন নটর ডেম ক্যাম্পাসে ব্রাদার কলোম্বো-এর কাছে লোকদের আগমনের সংখ্যা আরো বাড়তে লাগলো। তাঁর কাছে আরো অনেক চিঠি আসতে লাগলো। ব্রাদার পরিচালকের অনুমতি নিয়ে তিনি আরো অনেক জায়গায় গেলেন আর ঐ সময় তার জুতোর কারখানার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে অন্যদেরকে। এই সময় প্রায় প্রতিদিন তিনি জানতে পেরেছেন যে লোকেরা তার তৈরি ব্যাজ ব্যবহার করে ও প্রার্থনার ফলে রোগ মুক্ত হচ্ছে।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ অক্টোবর তারিখে ব্রাদার তাঁর এক পুরোহিত বন্ধুকে লিখেন, "আমার কাছে দু'টি ধনুষ্টঙ্কার রোগী এসেছে। দুইজন প্রটেস্টান্ট লোকই সুস্থ হয়ে গেল। একজ পুরুষ এবং অন্যজন মহিলা। আমি ব্যাজ দিয়ে তাদের মুখমণ্ডলের উপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিলাম। ভদ্রলোকটির মুখ সাথে সাথেই খুলে গেলো। ভদ্রমহিলার মুখ খুললো দু'দিন পর। তবে দু'জনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ।" তিনি এই বলে তার পুরোহিত বন্ধুর কাছে চিঠিটির সমাপ্তি টানেন, "মা মারীয়ার হৃদয়ের কাছে প্রার্থনা করো। তা করে আমি অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি। যীশুর পবিত্র

হৃদয়ের ব্যাজ বানানোর বা তার মাধ্যমে প্রার্থনা করার আগে আমি নিষ্কলঙ্কা মা মারীয়ার পবিত্র হৃদয়ের ২৫,০০০ ব্যাজ বানিয়েছি।"

আমাদের কাছে ব্রাদার কলোম্বো-এর লেখা ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের চারটি চিঠি আছে। ডিসেম্বের মাসের ৫ তারিখে তাঁর চিঠিতে তিনি লিখেন, "ভদ্রমহিলা ৪০ বছর যাবৎ বিছানায় শোয়া ছিলো। তার জন্য নভেনা প্রার্থনার পর সেই মহিলা এখন সুস্থ এবং কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।" ব্রাদার আরো লিখেন: তারা পরিত্যক্ত বন্ধ প্রর্থনাগৃহটি সংস্কার করছেন, যেন আমি রবিবার দিন সেখানে গিয়ে প্রর্থনা করতে পারি।"

তবে ব্রাদার তাঁর অসুস্থতার জন্য কিছুদিনের জন্য সেই প্রর্থনাগৃহটিতে যেতে পারেননি কারণ তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই জ্বর সারাদেশে মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। নটর ডেম এই মহামরি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি; আবাল বৃদ্ধবনিতা অনেকেই আক্রান্ত হয়েছিল। ব্রাদার কলোম্বোর বয়স তখন সত্তরের কাছাকাছি। তিনি ভাবলেন অসুস্থ লোকদের নিরাময়ের জন্য তাকে কিছু করতে হবে। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় এবং তাঁর বয়সের ভারে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। ব্রাদারের আশু নিরাময়ের জন্য, তাঁর স্থানীয় আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রাদার ও ফাদারগণ প্রার্থনার পরিমাণ দ্বিগুণ করে ফেললেন, সারা দেশে তাঁর বন্ধুরা প্রার্থনার ঝড় তুললেন যেন তিনি শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি সুস্থ হলেন বটে কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য আর আগের মত হলো না।

জানুয়ারি ২০, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দ তিনি লিখেন: "আমি সুস্থ আছি। বেশি শক্তিশালী মনে হয় না; তবে আগের মতই মনে হয়. তারা ভেবেছিল যে আমি মরে যাবো যেহেতু আমার বয়স হয়েছে এবং আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, প্রার্থনা আমাকে সুস্থ করেছে। আমার এই অভিজ্ঞতা অন্যদের বিষয়ে উপলব্ধি করতে আমাকে শিক্ষা দিবে।"

ব্রাদার যখনই কিছুটা সুস্থ হলেন; তখনই তিনি কাজে যোগ দিলেন। প্রতিদিন তাঁর কাছে লোকেরা অসতে লাগলো, যাদের কাছে তাঁর যাওয়ার কথা ছিলো তিনি তাদের কাছে যাওয়া শুরু করলেন। ব্রাদারের ৩০ এপ্রিলের চিঠিতে আমরা পাই: "আমার বাইরে যেতে বেশি ভালো লগছেনা; তবুও অসুস্থ লোকদের নিরাময়ের জন্য আমি লোকদের নিকট যাওয়া বন্ধ করিনি।" একই চিঠিতে তিনি আরো লিখেন: "আগামী রবিবার আমি কাঠের তৈরি প্রর্থনাগৃহটিতে যাওয়া শুরু করবো. প্রার্থনাগৃহটি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

এবারের চিঠিগুলোতে বিভিন্ন লোকদের কাছ থেকে পাওয়া অলংকার ও মূল্যবান পাথরের বিষয়ে। ব্রাদার কলোম্বো আশা করতেন খ্রিষ্টযাগের পানপাত্রটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে তার ওপর মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ করা হবে। তিনি এটাও উল্লেখ করেন যে, যথোপযুক্তভাবে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের স্রাইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসতে শুরু করেছে।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে লেখা আমাদের ফাইলে একটি চিঠি আছে। ব্রাদার উল্লেখ করেন যে, তিনি ২৪ দিন জুলিয়েট ও ইলিওনইস ছিলেন। "প্রতি দিন এক থেকে দু'জন লোক তাঁর কাছে এসেছে। নানা ধরনের লোক এসেছে। নিগ্রো লোকেরা আমার আশীর্বাদের সাথে সাথেই সুস্থ হতে লাগলো। আশে পাশের শহর এবং শিকাগো শহর হতে শতশত লোক আমার কাছে এসেছে এবং সুস্থ হয়েছে।"

ব্রাদার কলোম্বো যখন এবার পিওরিওতে গিয়েছিলেন, রেভারেন্ড কার্ল এফ. ব্রোহান, একজন প্রোটেস্টান্ট যাজক জুলিয়েড ইভিনিং হ্যারাল্ড খবরের কাগজে ব্রাদার ও তাঁর কাজের বিষয়ে এই লেখাটি লিখেন:

"অলৌকিক কাজের যুগ কি শেষ হয়ে গেছে? যদি উনিশশত বছর আগে যীশুর দ্বারা চমৎকার নিরাময়ের কার্য সাধিত হয়ে থাকে, এবং তিনি যদি মানুষের বিশ্বাস অনুসারে চিরস্থায়ী ও সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন তবে আজও কি সেই একই শারীরিক নিরাময়ের ঘটনা ঘটতে পারেনা, যা মঙ্গলসমাচারে লেখা আছে?'

সব যুগেই বিশ্বাসী কিছু লোক থাকে যারা জোরালোভাবে বলবে হ্যাঁ হতে পারে। তবে জুলিয়েটের অনেক লোক গত কয়েকদিনে দেখছে এবং সাক্ষী দিচ্ছে যে যীশুর আমলে যেভাবে অসুস্থ লোক সুস্থ হয়েছিল আজও একইভাবে অনেক রোগী সুস্থ হচ্ছে।

"ব্রাদার কলোম্বো যিনি নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস করেন তিনি জুলিয়েটে প্রথমবারের মত এসেছিলেন মিস আগ্নেস ম্যাকফেডেনকে দেখতে ও তার শরীরের ব্যথা নিরাময় করতে যিনি তার শরীরে অস্ত্রপাচারের পর প্রচণ্ড শরীর ব্যথায় ভুগছিলেন। ব্রাদার জুলিয়েটে এলে, মিসেস অ্যান ডিলেন্সির বাসায় থাকতেন যেন লোকেরা তার কাছে আসতে পারে। সেখানে তাঁর কাছে বহুলোকের ভিড় হতো। বহুলোক এই শিশু সুলভ মানুষটির প্রর্থনার ফলে সুস্থ হয়েছে।

" হ্যারল্ড সংবাদের একজন সাংবাদিককে ব্রাদার কলোম্বো বলেন যে, তিনি নিজে এই সমস্ত নিরাময়ের জন্য কোন শক্তি নয়। তিনি বলেন, আমি জানি না বা বুঝি না কীভাবে আমি অসুস্থদের সুস্থ করি, আবার সাহায্য পাওয়ার পরও কেউ কেউ সুস্থ হয়না। আমি, যারা রোগী ও কষ্টভোগীদের আগ্রহের জন্য এই শহরে এসেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী ও যন্ত্রণাক্লিষ্টদের সাহায্য করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত এই শহরে থাকবো। ব্রাদার তাঁর নিজের ও তাঁর কাজের বিষয়ে কোন প্রচারণা চান না। তিনি তাঁর জীবনের কোন স্মৃতিফলকও চান না।

"জুলিয়েটে যারা সুস্থ হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বেজি ইগানের কথা যে স্কারলেট জ্বরে আক্রান্ত হয়ে চার বছর যাবৎ কথা বলতে পারতো না। এলিজাবেথ ডেলোনী উনিশ বছর যাবৎ একচোখে দেখতে পেতো না এখন সে আগের চেয়ে ভালো দেখে। তের বছরের একজন বধির মেয়ে এখন শুনতে পায় এবং মিস ম্যাকফেডেনের শরীর ব্যথা প্রায় নেই বললেই চলে।

" ব্রাদার কলোম্বো বলেন, তিনি মস্তিষ্ক বিকৃত, অন্ধ, বধির এবং বোবা, নানা প্রকার ক্যান্সারে আক্রান্ত, এবং অন্যান্য জলাতঙ্ক ও নানা ধরনের গলার রোগীদের সুস্থ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, তেরশত লোক চিঠিতে যোগাযোগের মাধ্যমে সুস্থ হয়েছে কারণ তারা ব্রাদারের কাছে আসতে পারেনি। দিনের বেলায় ব্রাদারকে বিভিন্ন বাড়িতে রোগীদের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো; যারা তাঁর কাছে আসতে পারতো না সেই রোগীদের যেন তিনি আশীর্বাদ করে প্রার্থনা করতে পারেন।

"ব্যাক্তিগত নিরাময়ের জন্য শর্তহীন বিশ্বাস প্রয়োজন ছিলো কিনা, নিরাময়কারীকে জিজ্ঞাস করার পর ব্রাদার বলেন:

"বিশ্বাস ছাড়া কেউ নিরাময় প্রত্যাশা করতে পারে না। ঈশ্বর সুস্থ করতে পারেন; কিন্তু তা করা হবে না। শারীরিক নিরাময় সম্পূর্ণ নিরাময় নয় যদি আত্মিক নিরাময় না ঘটে। কোনো কোনো সময় খুব ধার্মিক লোকেরা সুস্থ হন না, মনে হয় ঈশ্বর তাদেরকে সাধু বানাতে তাদের শেষ অবলম্বনটি সরিয়ে নেন।

"সুস্থতার জন্য ব্রাদারের কাছে যারা আসতো তিনি কাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট সবাইকে ভালোবেসে সুস্থ করতেন। তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিলো না। নিরাময়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে ব্রাদার বলেন:

"নিরাময় কোন খ্রিষ্টান বিজ্ঞান নয়, তা হলো আমাদের প্রভু যীশুর পবিত্র হৃদয়ের নিকট বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা।'

"অসুস্থদেরকে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ব্যাজ প্রদান করা হয় এবং বার বার একটি বিশেষ প্রর্থনা করা হয়। প্রোটেস্টান্ট ভাইবোনদের বলা হয় তাদের নিজেদের মতো প্রার্থনা করতে।"

"নানা প্রকারের মৃগি, যক্ষা ও অন্যান্য রোগিদেরকে নিরাময়ের জন্য ডিলোনী হোম-এ আনা হয় অথবা ব্রাদার কলোম্বো নিজে রোগিদের দেখতে যান। সুস্থ হওয়া লোকদের সংখ্যা এখানে বিশের বেশি। সুস্থ হওয়া লোকদের সঠিক নামের তালিকা রাখার কোন চেষ্টা করা হয় না বা কোন প্রচারও করা হয় না; শুধু তাদের বন্ধুদের এবং নিজের লোকদের জানানো ছাড়া।

"ব্রাদার কলোম্বোকে সাধারণ শিক্ষার বিবেচনায় অশিক্ষিত বলা চলে। তিনি একজন মুচি, রোগিদের সাথে দেখা করা ও তাদের জন্য প্রার্থনা করার আগে পরে তিনি জুতো প্রস্তুত করেন। তাঁর হাতগুলো দেখলেই বোঝা যায়, তিনি কী কঠোর পরিশ্রম করেন। তাঁর মুখমণ্ডলে দয়ার ছাপ এবং আইরিশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে, যার মাধ্যমে তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেন বা কোন প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করেন। ব্রাদার অত্যন্ত আন্তরিক যার মধ্যে কোন ছলনা নেই। তাঁর সেবার জন্য তিনি কখনও কোন টাকা পয়সা দাবি করেন না।

পরবর্তী চিঠির তারিখ হলো মে ১৬, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ:

"আমি প্রায়ই যাত্রাপথে থাকি। ডেকাটোর দশ দিন, শিকাগো আট দিন এবং চার দিন জুলিয়েটে। অনেক রোগি নিরাময় হচ্ছে।" ঐ বছরের শেষ চিঠি সেপ্টেম্বর ১৭, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে যা পাই, "তাঁরা একটি সেমিনারি স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে --- এবং স্রাইনটি সেমিনারির একপাশে স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি এই পরিকল্পনাটি পছন্দ করিনি, কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারিনি। যত রোগি আমার কাছে আসে তাদের নিরাময় করা নিয়েই আমি ব্যস্ত।"

পরবর্তী মে মাসে ব্রাদার আমাদেরকে জানান: "ফ্লু হওয়ার পর থেকে আমার শরীটা বেশি ভালো নেই।" কিন্তু তিনি সুযোগ পেলেই জুতোর দোকানে যেতেন যখন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকতেন। দলে দলে লোকেরা তাঁর কাছে আসতো। লোকেরা অনেক চিঠি দিতো যেসকল চিঠি লোকদের কাছ থেকে পেতো সেগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্যও ব্রাদার যথেষ্ট সময় ব্যয় করতেন।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ব্রাদার কলোম্বো লিখেন: "আমি মোটিমুটি ভালো আছি কিন্তু; আগের মত নই. আমার কাশি আছে--- স্রাইনের কাজ প্রায় সমাপ্ত। --- আমি খুশি যে আমি স্রাইনের কাজ দেখে যেতে পারছি।" যদিও সংক্ষিপ্ত আকারের লেখা, তবে এটা স্পষ্ট যে ব্রাদারের স্বাস্থ্য ভালো নেই। "আমি --- স্রোতের বিপরীতে কাজ করছি।" নভেম্বর ১২ তারিখে তিনি লিখেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক।"

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের পাঁচটি চিঠি আমাদের ফাইলে ছিলো। চিঠিগুলো সবই সংক্ষিপ্ত। চিঠিগুলোতে তাঁর বৃহত্তর কাজের পরিসীমা যেগুলো তিনি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কর্মশক্তি হারানোর বিষয়ে লেখা। তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে তিনি লিখেন, "আমার স্বাস্থ্য ভালো আছে, তবে আমার কাশি আছে।" "আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।" "সম্ভবত আমি পরে সুস্থ হয়ে উঠব।" তাঁর অন্যান্য আগ্রহের বিষয়গুলো হলো: প্রান্তিক অসহায় লোকদের সাহায্য করা, তাঁর প্রার্থনা, নিউ ইয়র্কে সিস্টারদের একটি স্থানীয় আশ্রমে যীশুর দেহের ক্ষতচিহ্ন বহনকারী একজন সিস্টার নবীস এবং স্রাইন।

নবিসের বিষয়ে তিনি লিখেন: "সে আমাকে কোন এক উপায়ে চিনতো। সে আমার প্রতি এবং লৌকিক ভক্তির প্রতি আগ্রহী। নবিসটি প্লাস্টিক দিয়ে পবিত্র যীশু হৃদয়ের ব্যাজ ঢেকে রাখে। আমার জন্য সে একটি পাঠিয়েছে।" স্রাইনের বিষয়ে তিনি একটি নতুন নোট লিখেছেন: "সংঘের মহাসংঘ নায়ক এবং সংঘ প্রদেশপাল চান যীশু হৃদয়ের স্রাইনটি যেন আমাদের যীশু হৃদয় গির্জার পেছনে স্থাপন করা হয়।"

আমাদের পবিত্র ব্রাদার কলোম্বো-এর লেখা জীবেনের শেষ বাক্যটি হলো, "ডলারটি ম্যাককে দাও, সে যেন যথেষ্ট খাবার পেতে পারে।"

নবম অধ্যায়

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দই ছিলো আমাদের প্রিয় ব্রাদার কলোম্বো-এর জীবনের শেষ বছর। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তিনি কাশিতে আক্রান্ত ছিলেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার পর, তাঁর এজমাটা আরো বেশি বেড়ে গিয়েছে এবং ধীরে ধীরে খারাপের দিকেই যাচ্ছে, অন্যদিকে শ্বাসকষ্টের কারণে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। ঋতু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা যখন একটু গরম ছিলো তখন তিনি মাঝেমধ্যে ঘরের ঠিক বাইরে বেঞ্চের উপর বসে রোদে কিছু সময় কাটাতেন। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং দুর্বল থাকা সত্বেও প্রতিদিন তাঁর কছে অনেক লোক বিশেষ করে রোগীরা আসতো। তিনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করতেন, সান্ত্বনা দিতেন এবং পবিত্র যীশু হৃদয়ের ব্যাজ দিয়ে তাদেরকে আশীর্বাদ করতেন। নিজেদের জন্য অনেক প্রার্থনা করতে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

নানা প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকেরা নানা জায়গা থেকে ব্রাদারের কাছে অনেক চিঠি লিখছিল। ব্রাদার অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁর পক্ষে চিঠিগুলো পড়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাই তাঁর বলে দেওয়া কথাগুলো উত্তরাকারে লিখে দিতে তিনি মরো হলের সেমিনারিয়ানদের সাহায্য নিয়েছেন। সেমিনারিয়ানগণ তাঁর কথানুনারে কাজ করতে খুব আনন্দ পেয়েছিলো।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বেশ গরম ছিলো। এজমার কারণে গরমের মধ্যে বাইরে যাওয়াটা ব্রাদারের জন্য খুব কষ্টকর ছিলো। তবে তিনি যখন পারতেন তখন ঘরের পূর্ব দিকের ছোট বারান্দায় বসে সময় কাটাতেন। এভাবে একদিন যখন তিনি বারান্দায় বসেছিলেন তখন ব্রাদার ইসুদুর তাঁর একটি ছবি তুলেছিলেন। যে ছবিটি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুবার্তার কার্ডে ব্যবহার করা হয়েছিলো। ছবিটা সকলের কাছে খুব পরিচিত। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে বিভিন্ন স্কুলের ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ ব্রাদারের সাথে সাক্ষাত করতে আসতেন।

ঐবছর গ্রীষ্মের শেষদিকে ব্রাদারের স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। এরই মধ্যে শরৎকালের সেমিস্টারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত ও কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। এই সময় ব্রাদার আশা করছিলেন যে তিনি আরো কিছু কাজ করবেন। যারা তাঁকে চিনতো তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাঁর শারীরিক অবস্থার কারণে তিনি যা আশা করছিলেন তা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর কর্তৃপক্ষগণ তাঁকে সযত্নে লক্ষ্য করছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করছিলেন তিনি যেন তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর বেশি চাপ না দেন।

শ্রদ্ধেয় ফাদার চার্লস ও'ডুনেল, সিএসসি, ইউনাটেড স্টেটস্ সংঘ ধর্মপ্রদেশের প্রদেশপাল নির্বাচিত হন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে। সংঘ প্রদেশপাল থাকা অবস্থায় তিনি সবসময় ব্রাদার কলোম্বো-এর

একজন খুব ভালো বন্ধু হিসাবে সবসময় তার খোঁজখবর রাখতেন এবং তাঁর প্রশংসা করতেন। তিনি নিয়মিত ব্রাদারের সাথে দেখা করতেন। যেহেতু স্থানীয় আশ্রমগৃহের পরিবেশে ব্রাদার খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁর পক্ষে সেইস্থান থেকে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, সেজন্য ব্রাদারকে আরামদায়ক পরিবেশ দেওয়ার জন্য সংঘ প্রদেশপালের দুঃশ্চিন্তার অন্ত ছিলো না।

অক্টোবরের শুরুর দিকে ব্রাদার তাঁর ঘুমানোর খাট থেকে আর একা উঠতে পারতেন না। লোকেরা অনবরত ব্রাদারের সাথে দেখা করার জন্য আসছিলো; কিন্তু তাদের প্রিয় ব্রাদারের দেখা না পেয়ে তারা বিরক্তির ভাব পোষণ করছিলো কেননা তাদেরকে তাদের প্রিয় ব্রাদারের রুমে সাক্ষাতের জন্য যেতে দেওয়া হচ্ছিলো না। তারা ব্রাদারের কাছে আসছিল সাহায্য ও সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য, কিন্তু তারা চিন্তাই করতে পারেনি যে তাদেরকে আবার সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়মকানুন মানতে হবে।

অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে ব্রাদার অবিরামভাবে তাঁর সকল বন্ধু ও রোগীদের জন্য যীশু পবিত্র হৃদয়ের নিকট প্রার্থনা করেছেন। তিনি সব চিঠির উত্তরের নির্দেশনা দিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত তাঁর ডাক্তার তাঁকে সেটা করতে নিষেধ করেননি।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সকলেই বুঝতে পারছিলো যে ব্রাদার কলোম্বো আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তিনি প্রশান্তিতে ও নীরবতায় সময় কাটাতেন। তিনি তাঁর জন্য আর তেমন কিছু চাননি; তিনি তার সেবক/সেবিকাদের বলতেন যেন তার জন্য বেশি কিছু না করেন। যিনি মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আজ তিনি তাঁর প্রতি যৎসামান্য সেবাদানেই খুব কৃতজ্ঞ এবং তারজন্য অন্যের কষ্ট হবে তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

ব্রাদারের শক্তিশালী দেহটি আজ কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে । তাঁকে এখন একজন ছোট মানুষের মত মনে হচ্ছে। শ্বাস কাটতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল; আবার মাঝে মাঝে শরীরটি ঝাঁকুনি দিচ্ছিলো। গালের মধ্যে আকস্মিক আনন্দ, মুখমণ্ডল মলিন, হাতগুলো বিছানা থেকে আলাদা মনে হচ্ছিল না। দিনের বেলায় পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টারগণ যারা রোগীদের সেবিকা ছিলের তারা সারাক্ষণ ব্রাদারকে সযত্নের পরশে রেখেছেন। রাতের বেলা আমাদের স্থানীয় আশ্রম এবং ডুজারিয়ে হাউজের ব্রাদারগণ, ব্রাদার কলোম্বো-এর সাথে থাকতেন ও যত্ন করতেন।

ডাক্তারের নির্দেশক্রমে যথাসময়ে প্রিয় ব্রাদারকে জীবিত ও মৃতদের সংস্কার প্রদান করা হলো। ব্রাদার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে অনেক আনন্দিত মনে হচ্ছিল। ধর্মসংঘ প্রদেশপাল ফাদার ও'ডুনেল বলে রাখলেন, ব্রাদারের মৃত্যুর কোন চিহ্ন দেখা গেলেই যেন তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডাকা হয়।

ব্রাদারের গুরুতর অবস্থার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। যারা বিভিন্ন সময়ে ব্রাদারের সাহায্য পেয়েছিল তারা তাদের সকল বন্ধুদের অনুরোধ করলো তারা যেন ব্রাদারের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা

করে। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার ও ব্রাদারগণ ব্রাদারের বিষয়ে বাইরের লোকদের কিছুই জানালেন না। তারা মনে করেছেন জানালে বহুলোক এসে বিরক্ত করবে।

নভেম্বর মাসের ১৯ তারিখের রাতটি ছিলো কষ্টভোগী সেবকের শেষ চেষ্টার রাত্রি। তাঁর প্রচণ্ড দুর্বলতা ও এজমার কারণে তাঁর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। তবুও তিনি ছিলেন শান্ত এবং আত্মাসমর্পণের জন্য প্রস্তুত।

যখনই প্রথম লক্ষণ দেখা দিলো যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ব্রাদারের মৃত্যু সন্নিকট, তখনই ফাদার প্রভিন্সিয়ালকে ব্রাদারের রুমে অতিশীঘ্র আসার জন্য সংবাদ দেওয়া হলো। ফাদার প্রভিন্সিয়াল সাথে সাথেই আসলেন ও যীশু হৃদয়ের নম্র সেবককে শেষ আশীর্বাদ করলেন, মৃত্যুবরণকারির প্রার্থানাটি উচ্চারণ করলেন এবং ব্রাদারের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দটি শোনার সাথে সাথে ব্রাদারের আত্মা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও মহান বন্ধুর কাছে চলে গেলেন।

সময়টি ছিলো সকাল সাতটা পয়ত্রিশ মিনিট, মঙ্গলবার, নভেম্বর ২০, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

শ্রদ্ধেয় ফাদার ও' ডুনেল নিরবতায় ব্রাদারের মাথা ও হাঁটুর ওপর হাত রেখে নিরবতায় সময় কাটালেন। তিনি প্রর্থনা করলেন তাঁর প্রিয় বন্ধুর আত্মার চিরশান্তির জন্য, অনেকের মধ্যে তাঁকে যেন বিশেষভাবে চিরশান্তি প্রদান করা হয়।

ফাদারের একজন বৃদ্ধ বন্ধু; একেবারে বিছানায় সময় কাটানোর পূর্ব পর্যন্ত, অন্ধ এবং বধির; বহু দিন যাবৎ পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেনি। ফাদার নানাভাবে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন লোকটিকে পুনর্মিলন ও পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করানোর জন্য। তিনি শেষে ব্রাদার কলোম্বোর মধ্য দিয়ে আবার চেষ্টা করেছেন। ফাদারের বন্ধুটি, ব্রাদার কলোম্বোর কাছে তাঁর কাজের একটি চিহ্ন দেখতে চাইলেন যার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হবে যে ব্রাদার ও তাঁর কাজের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট; তবেই তিনি পুনরায় পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করবেন। নিঃসন্দেহে আরো অনেক অনুরোধ ব্রাদারের কাছে এসেছে তবে এইটা ফাদার ও'ডুনেল-এর কাছ থেকেই এসেছে।

ব্রাদারের মৃত্যুর পরবর্তী শনিবার সেই বৃদ্ধ লোকটি তার এক বন্ধুকে বলেছিল: "আজ কি শনিবার নয়?" "হ্যাঁ। কেন?" লোকটির কাছে জোরে বলা হলো যেন তিনি শুনতে পান। "আমি আজ পুনর্মিলন সাক্রামেন্ত গ্রহণ করবো; আমি চাই যেন আগামীকাল আমাকে পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত প্রদান করা হয়। "

ফাদার ও'ডুনেল উত্তর দিলেন। আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুর জন্য এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় আর কিছু হতে পারেনা।

দশম অধ্যায়

বুধবার প্রয়াত ব্রাদার কলোম্বোকে পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের নিয়মানুসারে পবিত্র ক্যাসক পরানো অবস্থায় স্থানীয় আশ্রমগৃহের পার্লারে রাখা হলো। ব্রাদারের মৃত্যুর সংবাদটি সাউথ বেন্ডের কোন খবরের কাগজে প্রকাশ না করা হলেও, সংবাদটি খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো এবং শত শত লোক তাদের প্রিয় নিরাময়কারী ব্রাদারকে শেষবারের মতো একবার দেখতে, প্রার্থনা করতে এবং তাদের প্রার্থনার জিনিসগুলো ব্রাদারের মাথায়, বুকে ও পায়ে স্পর্শ করালো, ও তাঁর ব্যবহৃত জিনিস তারা রেলিক হিসাবে বাসায় নিয়ে গেলো যেন নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

পার্লারটি বেশি বড় না থাকায় এবং বহু লোকের আগমনে শৃংখলা রাখা সহজ হচ্ছিল না; লোকদেরকে নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করার জন্য এবং তারা যেন কম সময়ের মধ্যে ব্রাদারকে দেখে চলে যায় সেজন্য বেশ কয়েকজন ব্রাদার ও ফাদারকে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। লোকদের আগমন সারাদিন এমনকি শেষরাত পর্যন্ত চলছিলো। পরের দিন খুব সকলে ব্রাদারকে দেখার জন্য আবারো লোকদের লম্বা লাইন দেখা গেলো। সকাল পৌনে আটটায় লোকদের আসা বন্ধ করতে হলো যেন ব্রাদারের মৃতদেহটি নটর ডেম বিশ্ববিদ্যায়ের পবিত্র যীশু হৃদয়ের গির্জায় নিয়ে যাওয়া যায় তাঁর আত্মার চিরশান্তির জন্য শেষ খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ ও পরে সমাধিস্থ করার জন্য।

ব্রাদারকে নটর ডেম যীশু হৃদয় গির্জায় নিয়ে যাওয়ার সময় ব্রাদারের বহু বন্ধু ও যারা তার কাছে আগে এসেছে বা ব্রাদার যাদের কাছে গিয়েছেন তারা মৃতদেহ বহনকারী গাড়ির দুইদিকে সারিবদ্ধভাবে হেঁটে গির্জায় গেল। মৃতদেহ গির্জায় পৌছার আগে থেকেই গির্জাটি লোক সমাগমে পূর্ণ ছিলো। বাবা বা মা মারা গেলে যেভাবে কান্না করে ঠিক সেইভাবে অনেকে কাদ্‌ছিল যেন ব্রাদার তাদের বাবা বা মায়ের মতো ছিলেন।

ব্রাদার কলোম্বো-এর শেষকৃত্যানুষ্ঠান খ্রিষ্টযাগে গান পরিচালনা করেছেন ফাদার যোসেফ গালাংহার, সিএসসি এবং স্থানীয় আশ্রমগৃহের অধ্যক্ষ। সংঘের কোন সদস্যের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের খ্রিষ্টাযাগে উপদেশ দেওয়ার নিয়ম না থাকলেও শ্রদ্ধেয় সংঘপ্রদেশপাল ফাদার ও'ডুনেল ব্রাদার কলোম্বো এর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে উপদেশ দেওয়াটাকে আবশ্যক মনে করলেন। গভীর নীরবতার মধ্যে তিনি পুলপিটের উপর দাঁড়ালেন। গভীর প্রার্থনাপূর্ণ নীরবতার মধ্যে তিনি দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে নীরবতায় কাটানোর পর ফাদার দূরে তাঁর দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন:

"তোমরা আমার কাছ থেকে শিখ, কারণ আমি কোমল ও বিনম্র হৃদয়।"

"আমি নিশ্চিত যে যদি মৃতমানুষ কথা বলতে পারতো যে, মৃত্যু একটি আনন্দের বিষয়, তবে

সে বলতো: ব্রাদার ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী এবং আন্তরিক, তাঁর মানবতা ছিলো সীমাহীন, তাঁর ঈশ্বর ভক্তি ছিলো অত্যন্ত সহজ সরল এবং বাস্তববাদী। দেখ কঠিন মানুষের মৃত্যু মানুষের জীবন কিরূপ পবিবর্তন নিয়ে আসে। ব্রাদার তাঁর সমস্ত জ্ঞান এবং তাঁর দীর্ঘ জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ এবং ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান। তিনি আজ ক্লান্ত অবসন্ন শিশুর মত ঈশ্বরের বাহুর উপর ঘুমিয়ে আছেন। আজ যদি এখন তিনি আমাদের কিছু বলতে পারতেন যা তিনি জানেন তবে আমাদেন জন্য এটা একটি আনন্দের বাণী হতো, হয়তোবা তিনি বলতেন সবকিছু ভালো আছে, বিশ্বাস ও আশা পূর্ণ হয়েছে এবং সেবাকাজের বিফলতা নেই। তিনি তাঁর উজ্জ্বল এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বলতেন, সামান্য আনন্দের জায়গা থেকে অবশ্যই পবিত্র যীশু হৃদয়ের কাছে অনেক বেশি আনন্দ।

"প্রিয় বন্ধুগণ শেষকৃত্যানুষ্ঠানের এই খ্রিষ্টযাগটি কী সুন্দর ও পবিত্র একটি অনুষ্ঠান! আমাদের পার্থিব দৃষ্টিতে আমরা একজন বৃদ্ধ মানুষের ভঙ্গুর মৃতদেহকে কেন্দ্র করে আজ এখানে মিলিত হয়েছি মাত্র; যার জীবনে কোন বিশেষ সময় ছিলো না, তাঁকে আমরা বিশেষ কোন পদমর্যাদায় থেকে সেবা করতে দেখিনি। মানবীয় দৃষ্টিতে তাঁর জন্ম অথবা সম্পদ অথবা শিক্ষা অন্য পাঁচজনের চেয়ে ব্যতিক্রম নয়। তিনি তেমন কিছু লিখেননি, তিনি কোন কিছু আবিষ্কার করেননি, মানুষের উন্নতির জন্য তিনি তেমন কোন অবদান রাখেন নি। তিনি সাড়াদিন ছিলেন একজন জুতো প্রস্তুতকারক এবং কোন কোন সময় রাতে ছিলেন মানুষের সেবক। তবুও হাজার হাজার লোক তাকে চিনতো, সারা বছর অনেক লোক তাঁর কাছে আসতো, তাঁর মৃত্যুর সংবাদটি মানুষের মাধ্যমেই সাড়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে ঘিরে আমাদের পবিত্র ক্রুশ সংঘের সকল সদস্য আজ একত্রিত হয়েছি তাঁর প্রতি ও তাঁর অমর আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে। বিগত দুই দিন যাবৎ বিশ্বাসীবর্গ অনবরত প্রার্থনা করেছেন এবং ব্রাদারের মৃতদেহ রাখা বাক্সটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর হাতের পবিত্র রোজরীমালাটি ও তাঁর মেডেলটি স্পর্শ করেছেন, তাঁর সুন্দর ও পবিত্র এবং শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলের দিকে গভীর ভক্তি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

অন্যদের বেলায়তো এরকম হয়নি, এটার গোপন রহস্য কী, এই রহস্যের মূল কারণ কী? এটা কি আমাদের একটা সাধারণ চিন্তা এবং নৈতিক মূল্যবোধ, নাকি আরো বেশি কিছু যা ব্রাদারের মধ্যে এবং তাঁর জীবনে যা আমাদেরকে আজ তাঁর প্রতি হৃদয় নিঙরানো শ্রদ্ধা জানানো এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের বিবেককে তাড়না করছে? উত্তরটি নতুন কিছু নয়, কারণ ঈশ্বরের জনগণ হিসাবে আপনারা সবাই উত্তরটি জানেন। একটি পার্থক্য আছে কেননা বিষয়টি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এটা সব ব্যতিক্রমের উর্ধ্বে, এটা করা সম্ভব হয়েছে তাদের দ্বারা যারা সবার নিচে নেমে ছিলেন, যারা যীশুকে জেনেছেন শিশুদের মত সহজ সরল ও নম্র হৃদয় হওয়ার জন্য। এই ধরনের এক মহৎ ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রাদার কলোম্বো, এদের মতো লোকেরাই ঐশরাজ্যে প্রবেশ করবে।

"ব্রদারের স্বর্গীয় রোমান্টিক জীবন সম্পর্কে পৃথিবী খুব কমই জানবে। তিনি ছিলেন একটি দরিদ্র পরিবারের পিতামাতার সন্তান, পায়ে তেমন কোন জুতো বা মোজা থাকতো না, ছিলো যৎসামান্য সাধারণ শিক্ষা, পেনসিলভেনিয়ায় শৈশবেই কয়লার খনিকর্মী। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বলতে তাঁর কিছুই ছিলো না। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর বাবা মা তাঁর হাতে তাঁর সম্বলস্বরূপ একটি চাবিই তুলে দিতে পেরেছিলেন; সেই চাবিটি হলো স্বর্গরাজ্যের চাবি। এটা হলো বিশ্বাস যা সাধু প্যাট্রিক আইয়ারল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলেন এবং সাধু কলোম্বো যত্ন করেছেন, এই বিশ্বাসই হাজারো আইরিশবাসী ধরে রেখেছিলেন সবকিছু হারানোর পরেও। সেই মূল্যবান বিশ্বাসে ছোট বালক বেড়ে উঠেছিলেন পেনসিলভেনিয়ার কয়লা খনির কাছে। তাঁর সামাজিক ও শারীরিক দুর্বলতা যাই হোক না কেন, তিনি সবযুগের মানুষের সাথে চলতে পেরেছেন। তাঁর সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক সীমাবদ্ধতাগুলো কখনই স্বর্গরাজ্যের পথে অগ্রসর হতে বাঁধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়নি।

"এটাই প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত যে তিনি সেই পথেই হেঁটেছেন। তিনি বলেছেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে তিনি ঈশ্বরকে সেবা করার জন্য এক বিশেষ ডাক উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তখন থেকে আরো বার বছর পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর এই আহ্বানের উপলব্ধিতে সাড়া দিতে পারেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর বয়স যখন প্রায় ছাব্বিশ তখন তিনি এক অদ্ভুত ও কঠোর পথের মাধ্যমে মা মারীয়ার সহায়তায় নটর ডেম এবং পবিত্র ক্রুশ সংঘের বিষয়ে জানতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি ঈশ্বরের ডাকে আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়ে যে পথে ঈশ্বর তাঁকে হাঁটার নির্দেশনা দিয়েছেন; সেপথেই সুদীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত করেছেন। কুষ্ঠরোগীদের সেবা করার জন্য তিনি বিদেশে মিশনারী হতে চেয়েছিলেন। সংঘ প্রদেশপাল তাঁকে সংঘের জুতোর দোকানে জুতো প্রস্তুত করার কাজে নিয়োগ দিয়েছেন একজন মুচি হিসাবে। সেইদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্রাদার বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন; সেই জুতোর দোকানে, যেই জুতোর দোকান পরবর্তীতে হয়ে উঠছে পবিত্র যীশু হৃদয় ও ধন্যা মারীয়ার একটি স্রাইন (বিশেষ প্রার্থনা গৃহ)। এই নম্র জুতো প্রস্তুতকারি শিখেছিলেন কীভাবে অমর আত্মার যত্নের জন্য জুতো প্রস্তুত করতে হয়।

ফাদার বলেন, "তাঁর শিক্ষার প্রক্রিয়া কোন রহস্যময় বিষয় ছিলো না। তিনি যীশুর অমর বাণী শুনেছেন 'আমার কাছ থেকে শিখো, কেননা আমার হৃদয় সহজ সরল ও নম্র' এবং তা হৃদয়ে গেঁথে রেখে সারাজীবন মন দিয়ে পালন করেছেন। যীশুর বাণীই ছিল তাঁর জীবনে সবকিছু। যীশুর পালক পিতা সাধু যোসেফ ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রতিপালক। যিনি ছিলেন সারা জীবন সূতুর মিস্ত্রী। ঈশ্বর পুত্র যীশু নিজে কায়িক পরিশ্রম করে কায়িক পরিশ্রমকে পবিত্র করে তুলেছেন। আন্তরিকতার সাথে সাধারণ কাজ করে, কোন মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করা যায়; এভাবেই গল্প বলা যেতে পারে। বিভিন্ন কাজের সময় ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্কের গভীরতাকে নির্ণয় করতে পারবে, যা নাকি পার্থিব সকল ভ্রান্ত মূলবোধের বাইরে? তিনি তাঁর ঐশ্বরিক প্রভুর

কাছ থেকে কী শিক্ষা পেলেন; যা পরে তাঁকে দিলো বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতা ফলে তিনি হয়েছেন এক বিশেষ আদর্শ এবং পরে হাজারো মানুষ তাঁর দরজার কাছে ভিড় জমাতো। সময় হলো যখন এই মূল্যবান কিন্তু লুকায়িত জীবনের সমাপ্তি ঘটলো, এবং এই সাধারণ কর্মী ব্রাদার নিজের জীবনে এবং তাঁর কাছে যারা এসেছে তাদের ওপর কী যেন এক উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়ালেন ফলে আজ ব্রাদারের সাথে তারা সবাই পরিচিত ও আলোকিত।

ব্রাদার কলোম্বো যদি নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে না আসতেন এবং লোকদেরকে যীশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি করতে উৎসাহিত না করতেন তা হলে বর্তমানে যীশু হৃদয়ের প্রতি বহু মানুষের যে গভীর ভক্তি তা থাকতো না। যা ত্রিশ বছর আগে নটরডেমে ছিলো না। তাঁর প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এবং বিশেষ সফলতা নিয়ে এসেছে। তিনি বেঁচে আছেন দেখতে, যেমনটি তিনি কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুর বিছানায় শোয়া অবস্থায় বলেছেন, তিনি বেঁচে আছেন নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়ে যীশু হৃদয়ের তাঁর স্বপ্নের স্রাইনটি দেখতে। ধন্যা কুমারী মারীয়া ও যীশুর হৃদয়ের ভক্তি তাঁর কাছে আলদা কিছু ছিলোনা। ব্রাদার নিজের হাতে নির্মল হৃদয় মারীয়ার ত্রিশ হাজার ব্যাজ তৈরি করে বিশ্বাসীদের কাছে বিতরণ করেছেন। মহৎ কাজ কোনো কোনো সময় সহজভাবে করা সম্ভব। কোনক্রমে ব্রাদারের মনের মধ্যে এসেছে যে যীশু হৃদয়ের ব্যাজ প্রস্তুত করে লোকদের কাছে দিলে এই ব্যাজই যীশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি করতে মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। এটা খুব আনন্দের বিষয় যে সাধ্বী মার্গারেট মেরীর কাছে যীশু হৃদয়ের ভক্তি তাঁর কাছে প্রকশিত হলো একটি প্রেরণকর্মী হিসাবে। শুরু থেকেই তাঁর চিন্তা ছিলো যে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের একটি চিত্রাংকন করে তা প্রচার করা প্রয়োজন। এটা উল্লেখ্য যে পরে- লে মনিয়েল নামক স্থানে দুইশত চল্লিশ বছর আগে যারা যীশুর হৃদয়ের ভক্ত ছিলেন তারা সাথে যীশু হৃদয়ের প্রতিকৃতি বহন করতেন।

"ব্রাদার কলোম্বোর যীশু পবিত্র হৃদয়ের প্রতি ভক্তির প্রেরণকর্মটি বিস্তারিত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এটা ছিলো তাঁর জীবন। বিগত বছরে ব্রাদার হাস্যরসাত্মক ও সহজভাবে বলেছেন যা তাঁকে মানসিকভাবে সুস্থ ও মানবীয় রেখেছে: "আমি কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবো, হতে পারে তারা আমাকে একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করবে। আপনারা তাদের বলতে পারেন যেন তারা বলে; নটর ডেমে একজন বৃদ্ধ জুতো প্রস্তুতকারক ছিলেন, যীশু হৃদয়ের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, এবং সেখানে নিরাময়ের কাজ সম্পন্ন হতো। নিম্নোক্ত কয়েকটি শব্দ দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জীবনাতিহাস রচনা করেছেন। ' তোমরা আমার কাছ থেকে শিখ; আমি সহজ সরল ও নম্র হৃদয়'। কেউ কেউ মনে করতে পারে এটা তেমন কিছু নয়, এটা কট্টরপন্থী মণ্ডলীর সন্ন্যাসব্রতী ও যাজকদের বৈশিষ্ট্য বা যাজকীয় ক্ষমতার প্রকাশ যার কখনোও কোন আনুষ্ঠানিক তদন্ত হয়নি, সত্যিই এটা কোন ঐশ্বরিক বা অলৌকিক ফল কিনা। যা হয়েছে, হয়েছে তিনি ভালো এবং মহৎ যাকিছু করেছেন, তা আর ফিরানো যাবে না, যে জীবন তিনি যাপন করেছেন তাও ফিরানো যাবে না, ঈশ্বরের এই সেবকের অর্জিত গৌরবকে ধ্বংসও

করা যাবে না, ঈশ্বরের কাজগুলো কাখনো বিফলে যাবে না। ঈশ্বরের কাছে হাজার বছর এক দিনের সমান, তার প্রিয়জনের ধ্বংস তিনি কখনও দেখতে চান না।

"আমাদের প্রিয় ব্রাদারের মরদেহ আমাদের সংঘের ছোট কবরস্থানে কবরস্থ করা হবে তাঁর চিরনিদ্রার জন্য; যিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, পবিত্র কষ্টভোগী এবং রোগীদের জন্য ও তাদের সুস্থতার জন্য যিনি নিশিজাগরণ এবং রাতভর প্রার্থনা করে কাটিয়েছেন অসংখ্য রাত। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ব্রাদারের আত্মা এরই মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আছেন। আমরা আজ যারা তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করছি, আমাদের আজ স্মরণ করানো হচ্ছে: এই মানুষটি ছিলেন সাধারণ, কঠোর পরিশ্রমী সন্ন্যাসব্রতী, যিনি শুধু শেষের নয় বরং সবচেয়ে নিচের আসনটিই প্রত্যাশা করতেন। আমাদের প্রিয় ব্রাদার কলোম্বো ব্রাদার আলফ্রেড-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচেছন যিনি ইটের স্থাপনা তৈরি করতেন, তিনি এই গির্জাটির প্রাচীর উন্নয়ন করেছিলেন, তিনি ব্রাদার নীল এবং ব্রাদার আগস্টাস এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচেছন যাঁরা জীবনভর বেঞ্চের উপর বসে সূক্ষ্মভাবে আন্তরিকতার সহিত কাপড় সেলাইয়ের কাজ করেছেন এবং আজ স্বর্গবাসী, ব্রাদার চর্লস যিনি একজন খুব ভালো ও দক্ষ সুতোর মিস্ত্রি ছিলেন এবং কাঠের কাজ করতে করতে একদিন স্বর্গরাজ্যের নোঙ্গর প্রস্তুত করেছিলেন, ব্রাদার আগষ্টিন যিনি ছিলেন একজন চমৎকার রুটি প্রস্তুতকারি, যার বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ফাদার সরেন তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং সুন্দর সারকুলার লেটার লিখেছিলেন। এই পবিত্র ব্রাদারগণ আধ্যাত্মিক এবং বহ্যিকভাবে আমাদের সন্ন্যাসব্রতীদের স্থানীয় আশ্রম গৃহগুলোর স্তম্ভস্বরূপ । তাঁরা হলেন আধুনিক যুগে সত্যিকারের মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের ধর্মব্রতী মানুষ, আজ এই আধুনিক যুগে স্বর্গীয় চিন্তাধারা এবং অমর আত্মার স্বর্গে যাওয়ার প্রতি বিশ্বাস এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁদের হারিয়ে আজ আমরা শুধু শোক প্রকাশ ও আরো অনেককে যেন ঈশ্বর তাঁদের পর্যয়ে নিয়ে যান সেই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনা। ফাদার ও ব্রাদারের প্রশংসা ও অভিনন্দন আমাদের অনুধ্যানের বিষয় নয়, যারা নিরলস আজীবন পরিশ্রম করেছেন অন্যদের শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং অন্যদের কাজকর্মগুলো ভালোভাবে করার জন্য সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য। সহজভাবে বলতে গেলে তাঁদের কাজের প্রতি মানুষের পূর্ণ সমর্থন আছে। কিন্তু এই নীরব সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার যিনি তাঁর জুতো প্রস্তুত করার বেঞ্চে বসে আজীবন কাজ করেছেন, যদিও তিনি তাঁর লোকায়িত জীবনে সুখি ছিলেন, তিনি কখোনো জাগতিক তেমন কোন প্রশংসা বা স্বীকৃতি পানওনি বা প্রশংসার প্রত্যাশাও করেননি, যার কারণে ঈশরের চিরস্থায়ী পুরস্কার স্বর্গীয় সুখ থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে।

" আজকের এই সকালে আমরা সবাই আমাদের ব্রাদার কলোম্বোর জন্য সেই পুরস্কারই যাচ্না করি আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রিয় ঈশ্বরের কাছে। আমাদের কথাগুলো বাতাসে উড়ে যায়। ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও তাঁকে সেবা করা ছাড়া পৃথিবীতে সবকিছু অলীক। মানুষের মনের পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষ পার্থিব বস্তুর প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে, সুনামের মূল্য হারাচ্ছে, এমনকি আধ্যাত্মিক

মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন হতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার লৌকিক ভক্তি হ্রাস পেতে পারে। ঈশ্বর নিজে সব সহ্য করেন, মানুষের অমর আত্মাকেও। আমরা আজকে এই পবিত্র সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারের প্রর্থনায় সকল মৃত সাধু ও পাপী খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য জন্যও প্রর্থনা করি । বাকী অংশ আমরা ঈশ্বরের হাতে রাখি। আমাদের সবার জন্য একটি মাত্র ভবিষ্যৎ রয়েছে, সময় নয়, সময় কিছুই নয়, সেই ভবিষ্যৎ যা চিরস্থায়ী। সেদিকে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এই নম্র ও মহান সেবকের জীবন থেকে শিখি, যেন জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছার আগ পর্যন্ত সেখানে পৌছার সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর যথোপোযুক্ত গুরুত্ব দিতে শিখি। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা কি তাদের ঠিকানায় পৌছেছে, নাকি ব্রাদারের মৃত্যুতে তাদের মধ্যে নতুন গৌরবময় কিছু শুরু হয়েছে? আমরা তা জানি না, তবে আমরা জানি যে আমরা তাঁকে যীশুর পবিত্র হৃদয়ের কাছে নিরাপদে রাখছি। তিনি চিরশান্তিতে বিশ্রাম করুন এবং সকল সাধু সাধ্বীদের দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হোক।

গির্জায় উপস্থিত বিশাল জনতার মধ্যে খুব কম লোকই ছিলেন যাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হচ্ছিল না। ব্রাদারের জীবন ও তাঁর কাজের নতুন ধারণা পেয়ে অনেকে আনন্দের কান্না কাঁদছিলেন।

শেষকৃত্যানুষ্ঠানের খ্রিষ্টযাগের পর নটর ডেমের ক্যাম্পাসে শবযাত্রা শুরু হয়েছে গির্জা থেকে, পথে নটর ডেম ও পবিত্র ক্রুশ সংঘের আরো অনেক নামীদামী ব্যক্তিবর্গ মাথা নত করে তাঁর প্রতি শেষবারের মত গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন, লেকের চার পাশ দিয়ে, তাঁর আশ্রমগৃহ, ঈশ্বরের প্রিয় জায়গা, যে গৃহে ব্রাদারের মত মানুষ তাঁর জীবনযাপন ও কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ছোট পাহাড়ের উপরের সেই বাড়িটির সামনে তাঁর কফিনটি রাখা হলো।

স্থানীয় আশ্রমের রীতি অনুসারে ব্যতিক্রম করে কফিনটি হলের সামনে রাখা হয়েছিল। কফিনটি খুলে দেওয়া হলো যেন যারা তাদের প্রিয় ব্রাদার ও বন্ধুকে দেখতে যেতে পারেনি তারা যেন ব্রাদারকে দেখার ও তাদের রোজারিমালা এবং মেডেল তাঁর পবিত্র ও ক্লান্ত হাতে স্পর্শ করার সুযোগ পায়।

একেবারে শেষজন পর্যন্ত ব্রাদারের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখানো এবং তাদের ধর্মীয় জিনিসগুলো ব্রাদারের হাতে স্পর্শ করনোর সুযোগ দানের পর কফিনটি আবার বন্ধ করা হলো। অবশেষে ব্রাদারের মৃতদেহের কফিনটি পবিত্র ক্রুশ সংঘের নির্ধারিত কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং বিশাল জনতার উপস্থিতিতে সকলের প্রার্থনার মাধ্যমে প্রিয় ব্রাদার কলোম্বোকে সমাধিস্থ করা হলো। তাঁর জন্ম ও জন্মস্থান থেকে শুরু করে সকলকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছেন, তিনি আজও পর্যন্ত আমাদের সাথে হাসেন। আমরা যেন ব্রাদারের জীবন আদর্শকে আমাদের জীবনে অনুসরণ করি। আমরা যেন সাধু যোসেফ ও মা মরীয়ার সাথে অনন্ত ভালোবাসাময় যীশুর পবিত্র হৃদয়ের কাছে পৌছতে পারি।

ব্রাদার কলোম্বোর সমাধি

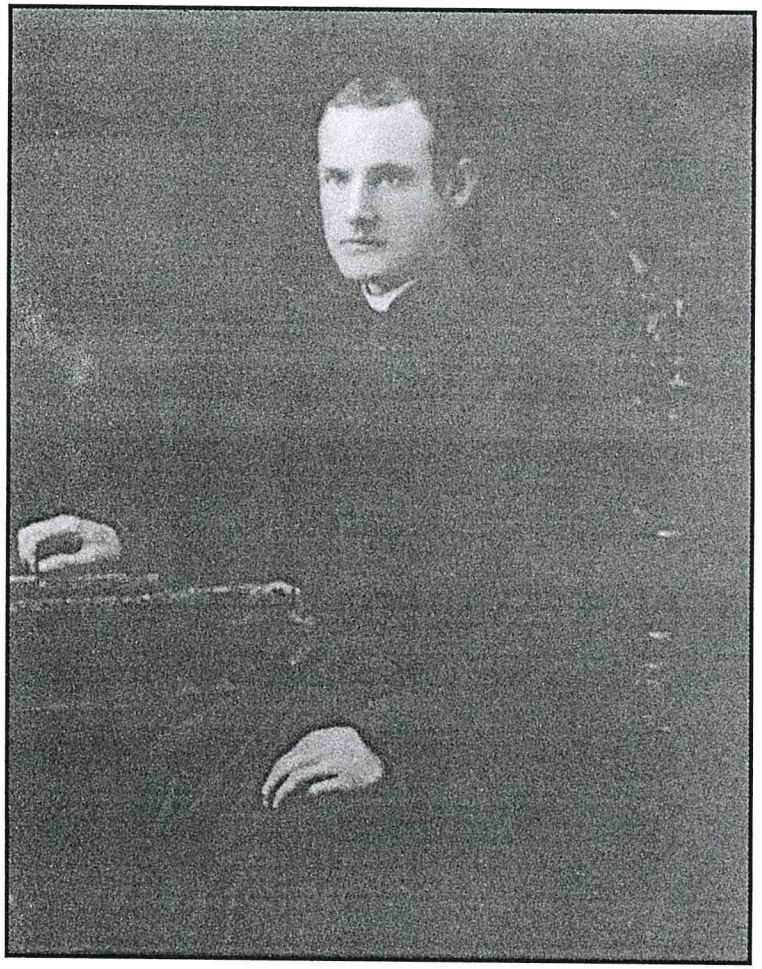

যুব সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার কলোম্বো

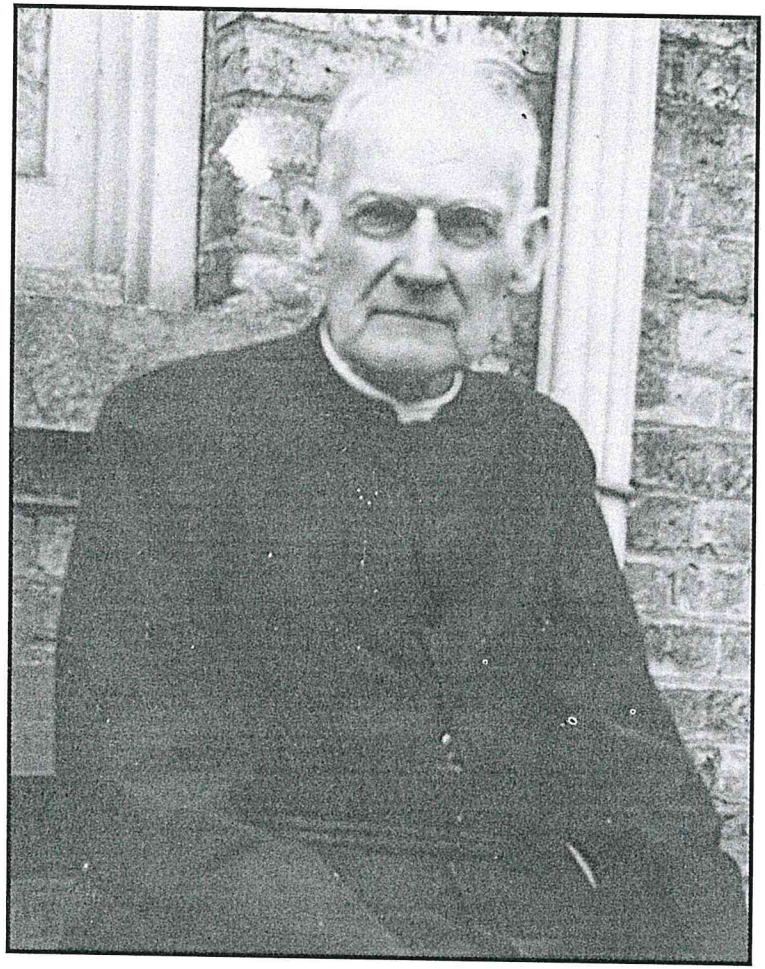

প্রবীণ ব্রাদার কলোম্বো

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তাঁর ঘরের
বারান্দায় ব্রাদার কলোম্বো।

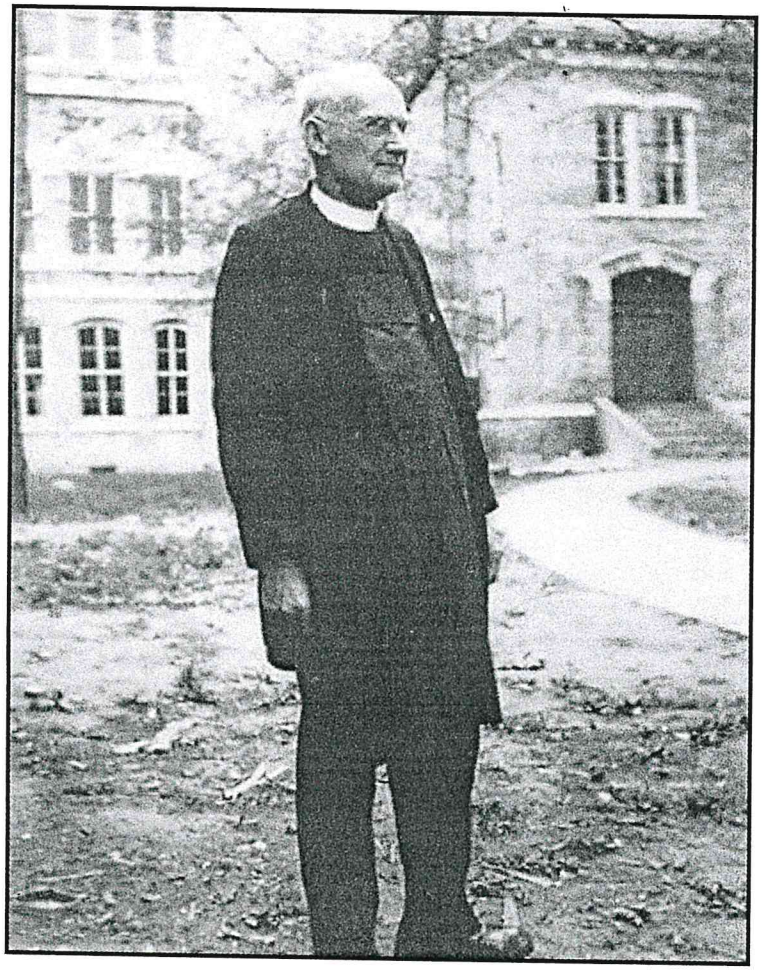

বয়স্ক ব্রাদার কলোম্বো

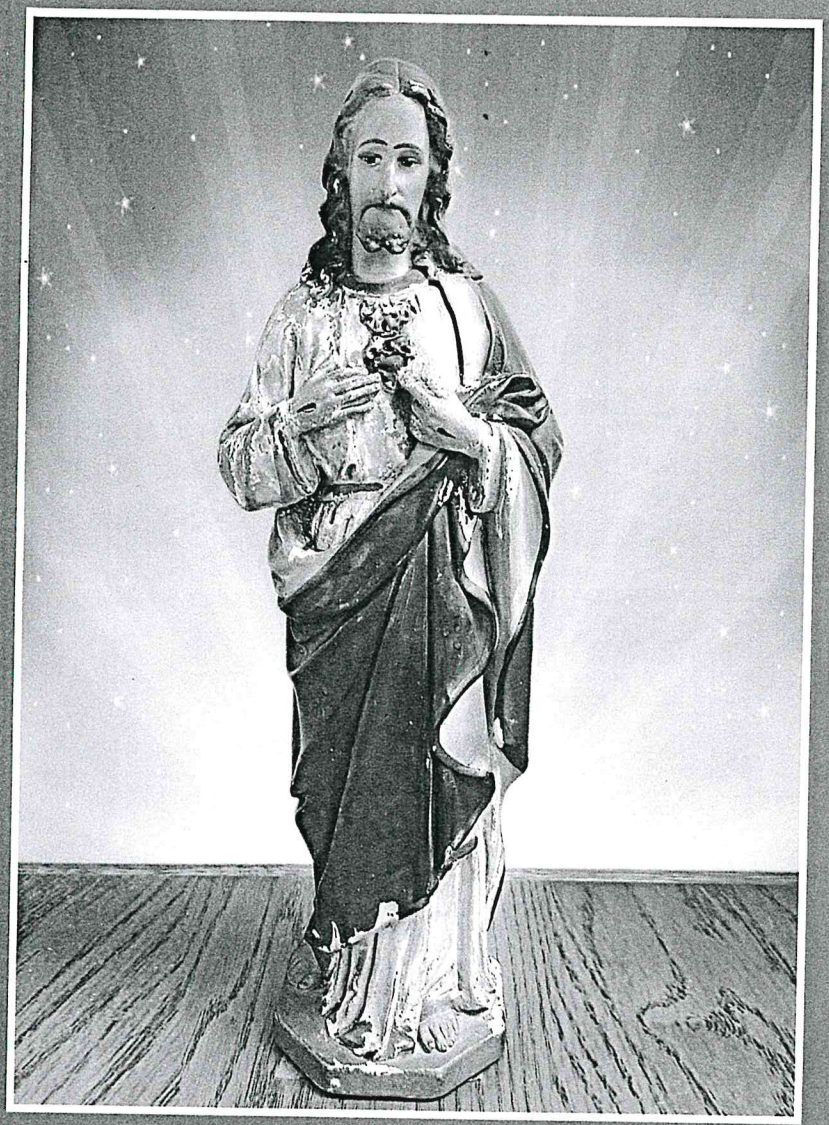

যীশুর পবিত্র হৃদয়